ইসলাম কি নারীকে ঠকিয়েছে?

ইসমাইল জাবীহুল্লাহ (আজহারী)

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূচীপত্র	২
ভূমিকা	৫
নারী-পুরুষের জন্য অংশ নির্ধারিত	৭
নারীদের সমান অধিকার	১০
আল্লাহর নির্দেশের পেছনে যৌক্তিক কারণ বিদ্যমান	১০
ইসলাম সবসময় নারীকে পুরুষের অর্ধেক দেয়নি	১২
মেরিট লিস্ট ও ওয়েটিং লিস্ট	১২
জাহেলী যুগে উত্তরাধিকার সম্পদে নারীদের মালিকানা	১৫
দুইটা মেয়ের সমান একটা ছেলে কেন পাবে?	১৭
কখন নারীরা পুরুষের অর্ধেক পায়?	১৮
নারীরা কখন পুরুষের সমান কিংবা বেশি পায়?	১৯
সমপর্যায়ের পুরুষ কেন ডাবল পাচ্ছেন?	২২
কিসের ভিত্তিতে উত্তরাধিকার সম্পদের রেশিও নির্ধারণ করা হয়েছে?	২২
নারী-পুরুষের খরচের তুলনামূলক চার্ট	২৫
মৃত্যুর আগে সন্তানদেরকে সম্পদ ভাগ করে দেয়ার নীতি	৩০
মুসলিম বোনদের কাছে আমার উদাত্ত আহ্বান	৩৩
কন্যা সন্তান জন্মের ব্যাপারটি ছিল লজ্জার	৩৪
ব্রেনকে কাজে লাগান	৩৬
একজন ইসলামিক স্কলারের বিস্ময়কর গবেষণা	৩৭

নারীরা কখন পুরুষের অর্ধেক পায়?	৩৭
নারীরা কখন পুরুষের সমান সম্পদ পায়?	৩৯
যারা কখনও সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয় না	৪৪
অন্যান্য নিকটাত্মীয় (যাবিল আরহাম) দের অংশ	৪৪
কখন নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি পায়?	৪৬
পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যেসব অংশের উল্লেখ এসেছে	৪৭
রেশিও পর্যবেক্ষণ	৪৭
ছেলের চেয়ে কখন মেয়ে বেশি পায়	৪৮
ভাইয়ের চেয়ে বোন কখন বেশি পায়	৪৯
ছেলের চেয়ে বোন সাড়ে ৪ গুণ বেশি পাচ্ছে	৫১
আপন ভাইয়ের চেয়েও বৈপিত্রেয় বোন বেশি পায়	৫২
নারী কখন পুরুষের ৪ ডাবল সম্পদ পায়	৫২
মা কখন বাবার চেয়ে বেশি পায়?	৫৩
নারী সম্পদ পেলেও কখন সমপর্যায়ের পুরুষ পায় না?	৫৪
বৈমাত্রেয় বোন পায় কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাই পায়না	৫৫
নানী সম্পদ পায় নানা পায়না	৫৬
অমুসলিম স্কলারদের চোখে ইসলামী উত্তরাধিকার বন্টন সিস্টেম	৫৭
অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর উত্তরাধিকার নীতি: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ	৫৯
খৃষ্টান ধর্মে উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন নীতিমালা	৫৯
ইহূদী ধর্মে উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন নীতিমালা	৫৯
বড় ছেলে অন্য ছেলেদের দ্বিগুণ পাবে: মেয়েরা বঞ্চিত!!	৬০

রোমান সভ্যতায় উত্তরাধিকার নীতিমালা	৬২
কিসের ভিত্তিতে উত্তরাধিকার সম্পত্তি পায়?	৬৩
রোমান আইনে সংস্কার	৬৪
চায়নিজ সভ্যতায় নারীর উত্তরাধিকার নীতিমালা	৬৫
বৌদ্ধ ধর্মে নারীর উত্তরাধিকার	৬৭
হিন্দুধর্মে নারীর উত্তরাধিকার	৬৮
উত্তরাধিকারী হবে ছেলেরা, মেয়েরা নয়	৬৯
উত্তরাধিকার সম্পদে স্ত্রীর অধিকার	৭০
উত্তরাধিকার সম্পদে মেয়ের অধিকার	৭০
নারীরা উত্তরাধিকার সম্পদে মালিক হয়না, কেয়ারটেকার হয়	৭১
ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে সম্পদে নারীর অধিকারঃ তুলনামূলক চিত্র	৭২
অন্যান্য ধর্ম-সভ্যতায় নারীর প্রতি বৈষম্য, যা ইসলামে অনুপস্থিত	৭৩
উত্তরাধিকার সম্পদের মালিকানায় ইসলামের যুগান্তকারী সংস্কার	৭৩
কেন ওরা সমান অধিকার চায়?	৭৪
ওদের বুঝ শিশুদের মত	৭৫
অমুসলিম ভাইবোনদের মনে অশান্তি	৭৭

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على النبى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

ইসলাম বিদ্বেষী মহল যেসব বিষয়কে সামনে এনে মুসলিমদের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে একটা নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করতে চায় তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল- উত্তরাধিকার সম্পদে দুজন নারীর সমান সম্পদ একজন পুরুষকে দেয়া। ইসলামের ব্যাপারে যাদের ধারণা কম তাদেরকে তারা টার্গেট করে বলে- দেখো!! ইসলাম কত খারাপ!! তা না হলে কি পুরুষকে ১০ লাখ দেয়ার সুপারিশ করলেও নারীকে ৫ লাখ টাকা দেয়ার সুপারিশ করে? নারীদেরকে বলে- দেখো!! তুমি নারী। এজন্য ইসলাম তোমাকে পুরুষের অর্ধেক সম্পদ দিয়ে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। তোমাকে আলাদা চোখে দেখে তোমার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে। অতএব, তোমাকে সমানাধিকার চেয়ে রাস্তায় আন্দোলন করতে হবে। তোমার অধিকার আদায়ের আওয়াজকে উচ্চকীত করতে হবে- সমান অধিকার চাই। বৈষম্য মানিনা। অথচ, উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে ইসলাম যেসব নির্দেশনা দিয়েছে সেখানে দেখা গেছে- আত্মীয়তার ঘনিষ্টতা, মৃতের সাথে প্রজন্মের দুরত্ব এবং অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব- এ তিনটি বিষয়ের দিকে খেয়াল রেখেই মূলত প্রাপ্য সম্পদের পরিমাণে কমবেশি করা হয়েছে। নারী হিসেবে অন্য চোখে দেখে প্রাপ্য সম্পদে কমবেশি করা হয়নি।

মাত্র ৪ টি ক্ষেত্রে নারীদেরকে সমপর্যায়ের পুরুষের অর্ধেক সম্পদ দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নারীদেরকে বেশিও দেয়া হয়েছে। উক্ত ৪ টি ক্ষেত্রে অর্ধেক দেয়ার কারণ হল- মহিলাদের কোন প্রকার বাধ্যতামূলক খরচের খাত নেই। পক্ষান্তরে, পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক খরচের খাত রয়েছে প্রচুর। বক্ষমান লেখনীতে একটি উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে, একজন পুত্র উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে ১ লক্ষ টাকা পাওয়ার পর বিভিন্ন খাতে খরচের দায়-দায়িত্ব থাকায় ৬ মাস শেষে দেখা গেছে বিগত ৬ মাসে তার খরচই হয়েছে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। ঘাটতি রয়ে গেছে ৪০ হাজার টাকা। পক্ষান্তরে, সমপর্যায়ের নারীটি ৫০ হাজার টাকা পেলেও ৬ মাসে তার বাধ্যতামূলক খরচের কোন খাত না থাকায় তার কোন টাকাই খরচ হয়নি বরং, বিবাহ করার কারণে ২০ হাজার টাকা মোহর পেয়ে ৬ মাস শেষে তার নগদ অর্থের পরিমাণ দাড়িয়েছে ৭০,০০০ টাকা।

নারীকেও যদি পুরুষের সমান সম্পদ দেয়া হয় এবং পুরুষের মত অনেকগুলো বাধ্যতামূলক খরচের খাত ধরিয়ে দেয়া হয় তাহলে দেখা যাবে, তারা আগে যা কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে পারতেন তা তো পারবেনই না বরং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রাপ্ত সকল সম্পদ শেষ করে

আরও বিশাল ঘাটতিতে পড়ে যাবেন। তখন আম ছালা দুটোই হারাবেন। সবদিক বিবেচনা করলে যেকোন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবেন যে, ইসলাম নারীদের প্রতি কোন বৈষম্য করেনি বরং করুণা ও দয়ার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করেছে। কারণ, ইসলামের সুষম বন্টন পদ্ধতির কোন তুলনা হয়না। এটা এমন একজনের পক্ষ থেকে প্ল্যান করা হয়েছে যিনি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সব কিছুই জানেন। তিনি জানেন কোন সিদ্ধান্তটি মানুষের জন্য কল্যাণকর। তিনি জানেন ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কি কি প্ল্যান করলে ভবিষ্যতে অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যাবে। সেসব দিক বিবেচনা করে অত্যন্ত সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সত্য বুঝা ও মানার তাওফিক দান করুন। আমীন।

হেলসিংকী, ফিনল্যান্ড

২ জুন, ২০২৫ ইং

ইসমাইল জাবীহুল্লাহ আজহারী

অনার্স, ইসলামি আইন, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর

মাস্টার্স, ইসলামিক স্টাডিজ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি

ismailakbbd@gmail.com

নারী-পুরুষের জন্য অংশ নির্ধারিত

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা! কথায় বলে- অর্থই সকল অনর্থের মূল। অর্থ সম্পদ নিয়ে গণ্ডগোল করে পৃথিবীর বিভিন্ন আনাচে কানাচে প্রতিদিন কত জন লোক আহত হচ্ছে কিংবা জীবন বিসর্জন দিচ্ছে সেটা আল্লাহ তায়ালাই ভালো বলতে পারবেন। সেসব অর্থ সম্পদ রেখে যখন কেউ মারা যায় তখন তার সে সম্পদ কে পাবে এটা নিয়ে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন না থাকলে পরিবারে হানাহানি অনেক গুণে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। জোর যার মুল্লুক তার নীতি সর্বত্র ছেয়ে যাবে। নিকটাত্মীয় স্বজন ইন্তেকাল করলে তার রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার সম্পদ কিভাবে তার আত্মীয় স্বজনের মাঝে বন্টন করা হবে এ বিষয়টি আমাদের জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকায় ইসলাম এ ব্যাপারে গাইডলাইন দিয়ে দিয়েছে।

আমি পবিত্র কুরআনুল কারীম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস ও সেগুলোর বিশ্লেষণ নিয়ে মোটাদাগে নারীদের উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে অংশ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে তাওফিক কামনা করছি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমের সূরা আন নিসার ৭ নম্বর আয়াতে বলছেন-

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

অর্থাৎ, পিতামাতা ও নিকটাত্মীয় স্বজন যখন ইন্তেকাল করবে তখন তারা যা কিছু সম্পদ সম্পত্তি পৃথিবীতে রেখে যাবে সেগুলোর মধ্যে পুরুষের জন্য যেমন নির্ধারিত অংশ রয়েছে তেমনিভাবে নারীদের জন্যও নির্ধারিত অংশ রয়েছে। সেটা পরিমাণে কম কিংবা বেশী যাই হোক না কেন। পরিমাণটা রয়েছে নির্ধারিত। (সূরা আন নিসা: ৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এখানে বলেছেন, পিতা-মাতা বা নিকট আত্মীয়স্বজন ইন্তেকাল করার পর তাদের উত্তরাধিকার সম্পদে প্রত্যেকটা নিকটাত্মীয় পুরুষ এবং নারীর জন্য নির্ধারিত অংশ রয়েছে। আর এগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার নিজ বিচক্ষণতার

মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি জানেন কার জন্য কতটুকু দেয়া ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের দাবি। আর সেভাবেই তিনি সেটা নির্ধারণ করে দিয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করে দিয়েছেন। আর যেগুলো পবিত্র কুরআনে সরাসরি কিছু বলা হয়নি সেগুলো আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য কিংবা তার কর্ম থেকে জানতে পারি।

সম্পদ মানুষের জীবনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। অর্থ সম্পদ ছাড়া আমাদের জীবনটা অচল হয়ে যাবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ওয়ারিসদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের এ সিস্টেমটা কেন দিয়েছেন? কারণ হল- মানুষ যখন ইন্তেকাল করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিবে তখন তাদের এসব সম্পদের কোন প্রয়োজন হবে না এবং তারা এগুলোকে সাথে নিয়েও কবরে যাবে না। অপরদিকে যারা পৃথিবীতে বেচে থাকবে তারা এসব সম্পদ থেকে উপকৃত হবে। সম্পদ ব্যতিত পৃথিবীতে বেচে থাকার কোন উপায় নেই। আমরা দেখেছি আল্লাহ তায়ালা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে পৃথিবীর সৌন্দর্য হিসেবে গণ্য করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ, ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি এ পৃথিবীর সৌন্দর্য... (সূরা আল কাহাফ: ৪৬)

মানুষ যদি এসব সম্পদ কবরে না নিয়ে যায়, মরণের পর যদি বৈষয়িক এসব সম্পদ ব্যক্তির কোন কাজে না আসে, ব্যক্তি যদি খালি হাতে এই পৃথিবীতে বিদায় নেয় তাহলে এসব ধন-সম্পদ আমরা কি করব? জোর যার মুল্লুক তার নীতিতে কি আমরা যার ক্ষমতা আছে সে ক্ষমতার জোর দেখিয়ে দখল করে ব্যবহার করব নাকি কি করব? এগুলোর ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি? একমাত্র গ্রহণযোগ্য করণীয় হচ্ছে সেগুলোকে আমরা তাদের নিকটাত্মীয়দের মাঝে বন্টন করে দিব। এটাই ভারসাম্যপূর্ণ ও সুবিবেচনা প্রসুত সিদ্ধান্ত। আর আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এটা করারই নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

অর্থাৎ, পিতামাতা ও নিকটাত্মীয় স্বজন যখন ইন্তেকাল করবে তখন তারা যা কিছু সম্পদ সম্পত্তি পৃথিবীতে রেখে যাবে সেগুলোর মধ্যে পুরুষের জন্য যেমন নির্ধারিত অংশ রয়েছে তেমনিভাবে নারীদের জন্যও নির্ধারিত অংশ রয়েছে। সেটা পরিমাণে কম কিংবা বেশী যাই হোক না কেন। পরিমাণটা রয়েছে নির্ধারিত। (সূরা আন নিসা: ৭)

কিন্তু, আমরা তার আত্মীয় স্বজনের কাকে কতটুকু দিব? কাকে বেশি দিব এবং কাকে কম দিব? আমরা যদি আমাদের মনমত একজনকে বেশি আরেকজনকে কম দেয়া শুরু করে দেই তাহলে দেখতে পাব, আমরা বিনা পয়সায় বহু নতুন নতুন শত্রু প্রোডাকশন করে ফেলেছি। তারা আমাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ করবে। পৃথিবীতে যত প্রকার খুনখারাবী এবং ফিতনা ফাসাদ তথা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় সেগুলোর পেছনের কারণ খুজতে গেলে আমরা দেখতে পাই সেগুলোর পেছনে স্বার্থের বিষয়টি জড়িত ছিল। আগেই বাংলার একটি প্রবাদ উল্লেখ করেছি - অর্থই সকল অনর্থের মূল। নিজে অনেক সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সব সময় আমাদের মনের চাওয়া থাকে আমার আরও দরকার। আমি আরও চাই। আরও বেশী সম্পদের মালিক হলে আরও বেশি চাইবে। কখনও স্যাটিসফাইড হবেনা। যতই দেয়া হোক মন ভরবেনা। বরং আরও পেতেই চাইবে। আমাদের বাংলাদেশে প্রতদিন যেসব হত্যাকান্ড ঘটে থাকে সেগুলো নিয়ে যদি একটা সুষ্ঠু জরিপ করা যায় তাহলে দেখা যাবে, জমি-জমা ও ধন-সম্পদ এবং টাকা পয়সার ভাগ বাটোয়ারা নিয়েই বেশিরভাগ দুর্ঘটনা ঘটেছে। গণ্ডগোল করে প্রতিদিন অনেক লোক মারা যাচ্ছে কিংবা আহত হয়ে পঙ্গুত্ববরণ করছে।

এসব সমস্যা ও বিপদ থেকে আমাদের মুক্তির উপায় হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বেশ কিছু নিকটাত্মীয় স্বজনের জন্য উত্তরাধিকার সম্পদে নির্ধারিত অংশ উল্লেখ করে দিয়েছেন। উত্তরাধিকারীদের মাঝে সেসব নির্দিষ্ট অংশ যদি আমরা নির্দেশনা অনুযায়ী বন্টন করে দিতে পারি তাহলে, পক্ষপাতের অভিযোগ থেকে কিছুটা হলেও আমরা নিস্তার পাবো ইনশাআল্লাহ। আর এভাবে তারা বংশ পরম্পরায় পূর্ববর্তীদের সম্পদের মালিক হবে।

নারীদের সমান অধিকার

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশে একটা ইস্যু খুব বেশি বেশি আলোচিত হচ্ছে। সেটা হল- নারীকেও পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে। পুরুষ যেমন অধিকার পাবে একজন নারীও যেন সেই একই রকম অধিকার পেতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। তাদের মতে- এটাই সমান অধিকার। বলা হচ্ছে- ঘর, বাড়ি, জমি এবং উত্তরাধিকারী সম্পদে আমরা সমান সমান অধিকার চাই। আমাদের সামান্য পরিমাণ কম দিলেও আমরা সেটা মেনে নেব না। আমাদের ষোল আনা অধিকার আমরা বুঝে নিব।

প্রথমেই বলে রাখি, আমি চেয়েছিলাম আমাদের দেশের সম্মানিত আলেম ওলামাদের কেউ হয়তো এই বিষয়টা জাতির সামনে খোলাসা করবেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত ইস্যুটি সামনে আসার পর থেকে আমার চোখে এমন কোন ভিডিও কিংবা লেখা পড়ে নি যেখানে সম্মানিত আলেম ওলামাদের কেউ উত্তরাধিকারী সম্পদে একেকজনের একেক রকম অংশ পাওয়ার পেছনের কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। তারা মানুষের মনের মধ্যে আটকে থাকা কনফিউশনগুলো দূর করার চেষ্টা করেননি। যারা আলোচনা করেছেন তারা শুধু বলেছেন- এটা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহর নির্দেশের বাইরে কেউ যেও না। এটা যথেষ্ঠ না।

আল্লাহর নির্দেশের পেছনে যৌক্তিক কারণ বিদ্যমান

আমাদেরকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি নির্দেশের পেছনে বেশ কিছু যৌক্তিক অন্তর্নিহিত কারণ বিদ্যমান থাকে যার উপর ভিত্তি করে নির্দেশনাটি দেয়া হয়। সেসব কারণগুলোর মধ্যে কিছু হয়ত আমরা জানি, কিছু কারণ আমাদের জানা নেই আবার কিছু কারণ এমন আছে যা আমাদের কল্পনাতেও নেই, সেগুলো উপলব্ধি করতে হলে আমাদেরকে অনেক চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতে হবে আর কিছু কারণ হয়ত পরিবর্তী কোন এক প্রজন্মের সময়কালে তা প্রকাশ পাবে কিংবা গবেষণায় প্রমাণিত হবে। সম্মানিত আলেম ওলামাদের কেউ যদি এটা করেও থাকেন করতেও পারেন। তবে, তা আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। আজকে আমি এ বিষয়টি নিয়েই কিছু কথা বলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে তাওফিক কামনা করছি।

যখন দাবি করা হয়- নারীদেরকে সমান অধিকার দিতে হবে। তখন দেখা যায়- মোটাদাগে তাদের একটিমাত্র অভিযোগ রয়েছে, আর তাহল- একজন ছেলে ১০০০ টাকা পেলে একজন মেয়ে পাচ্ছে ৫০০ টাকা। কেন এমন বৈষম্য? এটা অবিচার, অন্যায়, এটা বে-ইনসাফি। এটাকে মেনে নেয়া যায়না। এর মাধ্যমে মেয়েকে তথা নারীকে ঠকানো হচ্ছে। এটার কারণে তারা আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কুরআনকেও প্রতিপক্ষ বানিয়ে ফেলতে দ্বিধা করছেনা।

তাদের দাবি হচ্ছে- পুরুষ যদি ১ টাকা পায় নারীকেও ১ টাকা দিতে হবে। পুরুষ ১০০০ টাকা পেলে নারীকেও ১০০০ টাকা দিতে হবে। পুরুষ ১,০০,০০০ টাকা পেলে নারীকেও ১,০০,০০০ টাকাই দিতে হবে। কম-বেশি দেওয়া যাবে না। তাদের দাবির সারকথা এটুকুই। এর বাইরে অন্য কোন বিষয় নিয়ে মোটা দাগে ওরা কাজ করেনা। শুধু টানাটানি করছে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে অধিকারের প্রশ্নে নারী- পুরুষের বৈষম্য নিয়ে। অন্য কোনো পয়েন্টে তারা সমান অধিকার নিয়ে মূলত সোচ্চার হচ্ছেনা।

এখন আমি এ ব্যাপারে কিছু কথা বলার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ।

ইসলাম সবসময় নারীকে পুরুষের অর্ধেক দেয়নি

১. ইসলাম উত্তরাধিকার সম্পদে নারী ও পুরুষকে যে অধিকার দিয়েছে সেসব ক্ষেত্রে কিন্তু নারীকে পুরুষের অর্ধেক সম্পদ দিয়েছে এমনটি নয়। বরং অল্প কিছু ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের অর্ধেক দেয়া হয়েছে। সে কেসগুলো খুবই লিমিটেড কেস। বরং, অনেক ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষকে সমান সমান অংশ দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে নারীকে পুরুষের চাইতেও বেশি দেওয়া হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, নারীকে উত্তরাধিকার সম্পদে অংশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু পুরুষকে দেওয়া হয় নাই। আসুন!! বিষয়টিকে আরও কিছুটা খোলাসা করি।

মেরিট লিস্ট ও ওয়েটিং লিস্ট

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ১২ ধরণের লোকের জন্য উত্তরাধিকার সম্পদে অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এদের মধ্যে ৮ ধরণের লোক হচ্ছেন মহিলা তথা নারী। অপরদিকে, ৪ ধরণের লোক হচ্ছেন পুরুষ। তারা হচ্ছেন-

মহিলা	পুরুষ
মা	স্বামী
দাদী	পিতা
কন্যা	দাদা
পৌত্রী	বৈপিত্রেয় ভাই
স্ত্রী	
বোন	
বৈপিত্রেয় বোন	
বৈমাত্রেয় বোন	

উপরে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সর্বমোট ১২ ধরণের লোকের মধ্যে মহিলাদের মধ্যকার ৮ শ্রেনীর আত্মীয়ের জন্য পবিত্র কুরআনে অংশ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এদের অংশে কোন প্রকার ব্যত্যয় ঘটানোর অবকাশ নেই। সেই ৮ টা ক্ষেত্রে মহিলারা নির্ধারিত পরিমাণ সম্পত্তিতে মালিকানা লাভ করবেন। অপরদিকে মাত্র ৪ ধরণের পুরুষের অংশ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। তুলনা করতে গেলে এ তালিকায় মহিলাদেরকে দ্বিগুণ সংখ্যায় রেখে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, অবস্থা ভেদে মহিলারা ৮ জায়গা থেকে সম্পদ পাবেন। নারীটি মৃত ব্যক্তির যদি মা, দাদী, কন্যা, পৌত্রী, স্ত্রী, বোন, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় বোন হলে বিভিন্ন অবস্থার আলোকে মৃত ব্যক্তির সম্পদে শরীক হবেন। তবে, এসব ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির কাছের কিছু লোক বেচে থাকলে লিস্টের দূরবর্তী আত্মীয়স্বজন কেউ কেউ বঞ্চিত হবেন।

আরেকটু খোলাসা করে বলতে গেলে আমরা বলতে পারি- আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যখন ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে থাকে তখন দেখা যায় ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে একটা তালিকা তৈরি করা হয়ে থাকে। একটা সাবজেক্টে যত সিট আছে ততজনকে মেরিট লিস্ট বা মেধা তালিকায় রেখে বাকীদেরকে ওয়েটিং লিস্ট বা অপেক্ষমাণ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। মেরিট লিস্ট তথা মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীদের কেউ ভর্তি না হলে পরে ওয়েটিং লিস্টের লোকদেরকে নিয়ে কোটা পূর্ণ করতে হয়।

ঠিক তেমনিভাবে আমাদের মুসলিম বোন তথা নারীদেরকে ৮ টি ক্যাটাগরিকে মেরিট লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অপরদিকে মাত্র ৪ ক্যাটাগরির পুরুষকে এখানে মেরিট লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ক্যাটাগরি বিচারে মহিলারা পুরুষের দ্বিগুণ। সবার আগে এদেরকে সম্পদ দিয়ে কোন কিছু বাকী থাকলে পরে খুজতে হবে আর কে কে ওয়েটিং আছে। তারপর তারা পাবে।

উপরে উল্লেখ করেছি যে, একজন নারী বিভিন্ন অবস্থার বিচারে কারো মা হিসেবে, কারো দাদী হিসেবে, কারো কন্যা হিসেবে, কারো পৌত্রী হিসেবে, কারো স্ত্রী হিসেবে, কারো বোন হিসেবে, কারো বৈপিত্রেয় বোন হিসেবে আবার কারো বৈমাত্রেয় বোন হিসেবে মৃত ব্যক্তির সম্পদে মালিকানা লাভ করে থাকে। অপরদিকে পুরুষেরা কারো স্বামী, কারো পিতা, কারো দাদা আবার কারো বৈপিত্রেয় ভাই হিসেবে মৃত ব্যক্তির সম্পদে মালিকানা লাভ করে থাকে।

মেরিট লিস্টে থাকা আটটি ক্যাটাগরির মহিলাদের উত্তরাধিকারী সম্পদে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পদ পাওয়ার অধিকার রয়েছে যেখানে পুরুষের মধ্যে অগ্রাধিকারের তালিকায় আছে চারটা ক্যাটাগরি। এই আট ক্যাটাগরির মহিলা এবং চার ক্যাটাগরির পুরুষ মেরিট লিস্টে থাকে, তার

মানে এরা সম্পদ পাবেই। কিন্তু, এরা নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ গ্রহণ করার পর যদি কোন সম্পদ উদ্ধৃত থাকে তখনই বাকী অন্যান্য আত্মীয়স্বজন অংশ পাবে।

ছেলে-মেয়ের সম্পদে বাবা-মা, ভাইয়ের সম্পদে বোন পাবে

আসুন! আমরা বিষয়টিকে আরও বিশ্লেষণ করে দেখি। একজন লোক যখন মারা যাবে তখন তার মা জীবিত থাকলে তার মা কিন্তু নিজের মৃত ছেলে কিংবা মেয়ের সম্পদে অংশ পাবে। মা কখনো সম্পদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় না। জীবিত স্ত্রী নিজের মৃত স্বামীর সম্পদে অংশ পায়। আবার মৃত ব্যক্তির মেয়ে জীবিত থাকলে সে মেয়ে হিসেবে সম্পদ পাবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার ছেলের মেয়েও সম্পদ পাবে। আবার মৃত ব্যক্তির হয়ত কোন ছেলে নাই, বাপ নাই বা দাদা বেচে নেই এমন হলে সে লোকের সম্পদে তার বোন অংশীদার হবে। আবার কেউ মারা গেলে তার নিজের ছেলে, বাপ, দাদা না থাকলে তথা এরকম কয়েক ধাপের আত্মীয়স্বজন জীবিত না থাকলে সেসব ক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় বোন সম্পদ পাবে। বৈপিত্রেয় বোন তারাই যারা সবাই একই মায়ের সন্তান তবে, তারা মায়ের আরেক ঘরের। বৈমাত্রেয় বোন ভাইয়েরাও সম্পদে মালিক হবে কিছু কিছুক্ষেত্রে। বৈমাত্রেয় বোন হচ্ছেন তারাই যারা সবাই একই বাবার সন্তান তবে, বাবার আরেক ঘরের।

সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায়- মহিলারা ৮ জায়গা থেকে সম্পত্তি পাচ্ছে আর পুরুষেরা সম্পত্তি পাচ্ছে ৪ জায়গা থেকে। আর তাদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পরে যদি কিছু বাকি থেকে যায় তখন বাকী আত্মীয় স্বজন তথা ওয়েটিং লিস্টের লোকেরা সম্পদে মালিকানা পাবে। এটাই মূল পয়েন্ট।

জাহেলী যুগে উত্তরাধিকার সম্পদে নারীদের মালিকানা

আসুন, আমরা প্রথমে দেখি জাহেলী যুগে কাদেরকে উত্তরাধিকারী সম্পদে অংশ দেয়া হত? জাহেলি যুগে উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টনের সিস্টেমটা কেমন ছিল আমরা যদি এটার উত্তর খুজতে চেষ্টা করি তাহলে দেখতে পাবো- জাহেলী যুগের যদি কেউ ঘোড়ায় চড়তে না পারত, ক্ষমতাবান না হত, যুদ্ধ করতে না পারত এবং শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে গনিমতের সম্পদ অর্জন করার সক্ষমতা না থাকত তাহলে তাদেরকে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে কোন অংশ দেয়া হত না।

তারা মোটাদাগে এ তিনটি জিনিসের ভিত্তিতেই তখন উত্তরাধিকার সম্পদ ভাগ বাটোয়ারা করত। তারা এগুলোর সাথে যোগ করত "জোর যার মূল্লুক তার" নীতিকেও। মন চাইলে কাউকে সম্পদ-সম্পত্তিতে অংশীদার বানাতো আবার মন চাইলে কাউকে বঞ্চিত করত। তাদের মন চাওয়াটাই ছিল বন্টনের মূল ভিত্তি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এদের হাত থেকে বঞ্চিত আত্মীয়দেরকে রক্ষা করার জন্য পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াত নাযিল করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, একজন পুত্রসন্তান পাবে দুজন কন্যা সন্তানের সমান সম্পদ। পুত্র সন্তান না থেকে যদি দুজন বা ততোধিক কন্যা সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য রয়েছে মৃত ব্যক্তির ৩ ভাগের ২ ভাগ সম্পদ- সম্পত্তি। পুত্র সন্তান না থেকে যদি কন্যা সন্তান একজন থাকে তাহলে সে সকল সম্পদের অর্ধেক সম্পত্তি পেয়ে যাবে। আর মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকার পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির বাবা এবং মা বেচে থাকলে প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ সম্পদের ছয় ভাগের ১ ভাগ করে পেয়ে যাবে। আর যদি মৃত

ব্যক্তির সন্তান বেচে না থাকে বরং বাবা, মা বেচে থাকে তখন তার মা সম্পূর্ণ সম্পদের ৩ ভাগের ১ ভাগ সম্পদ পেয়ে যাবে। যদি লোকটার ভাইবোন থেকে থাকে তখনও তার মা পাবে ৬ ভাগের ১ ভাগ। এগুলোর হিসাব হবে ওসীয়াত (মৃত্যুর পূর্বে নির্দেশনা দিয়ে যাওয়া যে, আমার সম্পদ থেকে অমুক খাতে এত পরিমাণ সম্পদ দান করবা) পুরণ করা এবং ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমরা জানো না তোমাদের সন্তানরা তোমাদের বেশী কাছের নাকি পিতা-দাদা ও পূর্ববর্তীরা বেশি কাছে এবং বেশি উপকারে আসবে? এগুলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেয়া অংশ এবং আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ এবং প্রজ্ঞাময়।(সূরা আন নিসা- ১১)

আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর তৎকালীন আরব সমাজের মাথা খারাপ হয়ে গেল। নাহ!! এটাকে মেনে নেয়া যায়না। হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আপনি মেয়েদেরকে তাদের মৃত প্রিয় পিতা বা মাতার সম্পদ থেকে অর্ধেক কিংবা ৩ ভাগের ২ ভাগ সম্পদ দিয়ে দিতে চান? এটা কিভাবে সম্ভব? তারা তো ঘোড়ায় চড়তে পারেনা, শত্রুর সাথে লড়াই করতে পারেনা। গণীমতের মাল আহরণ করতে পারেনা। আপনি আবার ছোট্ট বাচ্চাদেরকেও সম্পদ দিয়ে দিতে চান? তারাও তো ঘোড়ায় চড়তে পারেনা, শত্রুর সাথে লড়াই করতে পারেনা। গণীমতের মাল আহরণ করতে পারেনা। এটা কি ইনসাফ? এটা কেমন করে ইনসাফ হতে পারে? আপনি এদেরকে কেন সম্পদ দিবেন?

ইসলাম সবসময় চায়, অবশ্যই সর্বক্ষেত্রে ইনসাফ বজায় রাখতে হবে। যে সন্তানটি আজকে জন্মগ্রহণ করেছে এবং জন্মগ্রহণের পর তার বাবা কিংবা মা ইন্তেকাল করেছে সেও তার মায়ের কিংবা বাবার সম্পদে মালিকানা পাবে। বয়স যত কমই হোক তাদেরকে বঞ্চিত করার কোন অধিকার কেউ সংরক্ষণ করেনা। এটাই ইনসাফ। জন্মের ১ মিনিট পরেও যদি তার বাবা কিংবা মায়ের কেউ মারা যায় তবুও কোন ক্রমেই এ সন্তানকে বাবা কিংবা মায়ের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ইসলাম এসে মহিলা এবং শিশুসহ সবার অধিকারকেই নিশ্চিত করেছে।

নারীর সমান অধিকার নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা বললেও তাদের বক্তব্যের মূল পয়েন্ট থাকে ঘুরে ফিরে একটা প্রশ্নকে ঘিরে। দুইটা মেয়ের সমান একটা ছেলেকে কেন দেওয়া হয়? কেন তাদেরকে সমান সমান দেয়া হল না?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমাদেরকে প্রথমে যে প্রশ্নের উত্তর খুজে বের করতে হবে সেটা হল- দুইটা মেয়ের সমান একটা ছেলে কেন পাবে? এর পেছনে অন্তর্নিহিত কি কারণ রয়েছে? আসুন! আমরা এ বিষয়টি একটু আলোচনা করে নিই।

দুইটা মেয়ের সমান একটা ছেলে কেন পাবে?

আমাদেরকে দেখতে হবে, ইসলামী শারীয়াহ উত্তরাধিকার সম্পদ ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করে কিসের ভিত্তিতে? উত্তরাধিকার সম্পদ ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করার সময় কোন কোন বিষয়কে সামনে রাখা হয়?

এটার উত্তর খুজতে গেলে দেখা যায়- উত্তরাধিকার সম্পদ ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করার সময় ইসলাম বিশেষ করে তিনটা বিষয়কে কনসিডারেশনে রাখে। সেগুলো হচ্ছে-

১. তখন খুজে দেখা হয়- যে মারা গেছে তার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ লোকজন কারা কারা বেচে আছে? স্বভাবতই নিকটাত্মীয়রা সম্পদ একটু বেশি পাবে।

২. আরও খুজে দেখা হয়, উত্তরাধিকারী লোকটি মৃত ব্যক্তির একই প্রজন্মের, নাকি পূর্ববর্তী বা পরবর্তী প্রজন্মের? এগুলোর ভিত্তিতে সম্পদে কম বেশি হয়।

৩. আরেকটা বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখা হয় যে, তার উপর অর্পিত আর্থিক দায় দায়িত্ব কতটুকু রয়েছে? তার উপর অন্যদের পেছনে খরচের দায়- দায়িত্ব বর্তায় কিনা?

এ তিনটা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ইসলামী শারীয়াহ নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, কে উত্তরাধিকার সম্পদ বেশি পাবে আর কে কম পাবে। ইসলামিক স্কলাররা মোটাদাগে এ কথাগুলোই উল্লেখ করেছেন।

কখন নারীরা পুরুষের অর্ধেক পায়?

আমরা আগেই বলেছি- অল্প কিছু ক্ষেত্রে পুরুষেরা সম পর্যায়ের দুজন নারীর সমান অংশ পায়। সেগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে? আসুন! জেনে নিই।

১. যখন কেউ ইন্তেকাল করে এবং তার ছেলে ও মেয়ে উভয়েই জীবিত থাকে। তখন ছেলে যা পাবে মেয়ে তার অর্ধেক সম্পদের মালিক হবে।

২. যে লোকটা মারা গেছে তার বাবা, দাদা বা ছেলে নাই বা মেয়েও নাই। তবে, তার বোন এবং ভাই আছে। তখন ভাই যা পাবে বোন পাবে তার অর্ধেক। এক্ষেত্রে যিনি মারা গেছেন তিনি মহিলা কিংবা পুরুষ যেই হোন না কেন একই হুকুম প্রযোজ্য।

৩. সৎ ভাই ও বোন থাকলে। বাবা এক এবং মা ভিন্ন তথা বাবার আরেক ঘরের সন্তান ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই থাকলে এবং ছেলে, বাবা কিংবা দাদা না থাকলে সে ক্ষেত্রেও সৎ ভাই যে সম্পদ পাবে সৎ বোন পাবে তার অর্ধেক।

৪. ধরে নেই- একজন লোক মারা গেল। সে যদি মহিলা হয় আর তার স্বামী বেঁচে থাকে তাহলে তার স্বামী বউয়ের রেখে যাওয়া সম্পদের অর্ধেক পাবে। আর মহিলার কোন সন্তান বেচে থাকলে স্বামী পাবে ৪ ভাগের এক ভাগ।

অপরদিকে, পুরুষ মারা গেলে তার স্ত্রী যদি বেঁচে থাকে এবং স্বামীর কোন সন্তান বেচে না থাকে তাহলে স্ত্রী তার স্বামীর সম্পদের ৪ ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি স্বামীর কোন সন্তান বেচে থাকে তাহলে স্ত্রী পাবে ৮ ভাগের এক ভাগ। রেশিওর দিক থেকে বলা যায় একজন আরেকজনের অর্ধেক পাচ্ছে। স্বামী যেটা পাচ্ছে স্ত্রী পাবে তার অর্ধেক। তবে, ক্ষেত্র ভিন্ন। কারণ, উত্তরাধিকার সমপদ বন্টনের সময় একইসাথে দুজন জীবিত থাকছে না।

শুধুমাত্র এমন অল্প কিছু ক্ষেত্রে একজন পুরুষ সমপর্যায়ের দুজন মহিলার সমান অংশ পেয়ে থাকেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন পুরুষদের চাইতে আরো বেশি সম্পদ পাচ্ছে নারীরা। অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষের সমান সমান সম্পদে অংশীদার হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা বেশি পাচ্ছে কিন্তু, পুরুষেরা কম পাচ্ছে। অথবা এমনও হয় যে মেয়েরা পাচ্ছে কিন্তু একই স্তরের ছেলেরা থাকলে তারা সম্পদের মালিকানা পাচ্ছে না। অতএব, ইসলামী উত্তরাধিকার নীতিতে শুধু নারী হওয়ার কারণে কখনোই তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেনা।

নারীরা কখন পুরুষের সমান কিংবা বেশি পায়?

এবার আমরা দেখব কোন কোন পরিস্থিতিতে একজন মহিলা পুরুষের সমান সম্পদে অংশ পান কিংবা পুরুষের চেয়েও বেশি পান। আসুন! আমরা কিছুটা বিশ্লেষণে যাই।

১. যদি কোন লোক মারা যায়, লোকটি পুরুষ হোক বা মহিলা হোক এটা কোন ব্যাপার না। সবক্ষেত্রেই একই হুকুম প্রযোজ্য। ধরে নেই মৃত্যুর সময় তার সন্তান আছে এবং ঐ মহিলা বা পুরুষের পিতা মাতাও জীবিত আছে। সেক্ষেত্রে মৃত লোকটির পিতা এবং মাতা দুজনেই সম্পদ পাবে ৬ ভাগের এক ভাগ করে। এখানে মা এবং বাবা দুজনের একজন পুরুষ এবং একজন নারী। তারা উভয়েই সমান সমান সম্পদের মালিকানা পাচ্ছেন। নারী হওয়ার কারণে কম পাচ্ছেন না। এটা খেয়াল রাখার মত বিষয়।

২. যদি একজন লোক মারা যায় যার মৃত্যুর সময় একাধিক কন্যা সন্তান জীবিত থাকে সে ক্ষেত্রে ঐ কন্যা সন্তানগুলো লোকটির রেখে যাওয়া সম্পদের ৩ ভাগের মধ্যে দুই ভাগ সম্পদের মালিকানা লাভ করবে। সে ৩ ভাগের ২ ভাগ সম্পদ কন্যাগুলোর মাঝে ভাগ করে দেয়া হবে। আর বাকি তিন ভাগের এক ভাগ অন্যান্য নিকটাত্মীয় পুরুষ- মহিলা যারা জীবিত আছে তাদের মধ্যে নির্ধারিত রেশিও অনুযায়ী ভাগ করে দেয়া হবে। এখান থেকে আমরা দেখতে পাই, নারী হওয়া সত্ত্বেও তারা মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া অধিকাংশ সম্পদের মালিক হয়েছে।

৩. ধরুন একজন লোক মারা গেছে। তার আছে একটা মাত্র কন্যা সন্তান। ঐ মেয়েটি মৃত ব্যক্তির সম্পূর্ণ সম্পদের অর্ধেকটা পেয়ে যাবে এবং অন্যান্য পুরুষ ও মহিলা আত্মীয়স্বজন সবাই মিলে বাকি সম্পদ নির্ধারিত রেশিও অনুযায়ী পেয়ে যাবে। লোকটির মা, বোন কিংবা ভাই বেচে থাকলেও মেয়েটি অর্ধেক সম্পদই পাবে। এখানে কোন নড়চড় হবেনা। ভেবে দেখুন- এখানেও কিন্তু নারীরা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ পাচ্ছে। নারী হিসেবে অবহেলার স্বীকার হচ্ছেনা।

৪. একজন লোক মারা গেল। তার কিছু বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন আছে। তারা মৃত ব্যক্তির মায়ের দিক থেকে একই মায়ের সন্তান কিন্তু তাদের বাবা ভিন্ন তথা মায়ের অন্য ঘরের সন্তান। যদি লোকটার ছেলে, বাবা কিংবা দাদা বেচে না থাকেন সেক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় ভাই এবং বোন সবাই কিন্তু সমান সমান সম্পদের অংশীদার হবে। এক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় ভাই যদি এক লাখ টাকা পায় বৈপিত্রেয় বোনও এক লাখ টাকা পাবে। বৈপিত্রেয় ভাই এক বিঘা জমি পাইলে বৈপিত্রেয় বোন ও এক বিঘা জমি পাবে। এখানে নারী পুরুষ সমান সম্পদে অংশীদার হচ্ছে। নারী হওয়ার কারণে এখানে কোন সম্পদে কম পাচ্ছেনা।

৫. একজন লোক মারা গেল। তার সন্তান-সন্ততি নেই। মা এবং স্ত্রী আছে। সেক্ষেত্রে তার মা পাচ্ছেন ৩ ভাগের এক ভাগ এবং স্ত্রী পাচ্ছেন ৪ ভাগের এক ভাগ সম্পদ। ৫৮% এর চেয়ে বেশি সম্পদ মা ও স্ত্রী তথা দুজন নারী পেয়ে গেল। আর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন যারা বেচে থাকবেন তারা অন্যান্য সম্পদ থেকে রেশিও হিসেবে পাবেন। এখানেও কিন্তু নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি পাচ্ছেন।

৬. একজন লোক মারা গেছে। তার যদি ছেলে, বাবা, দাদা জীবিত না থাকে বরং মেয়ে এবং বোন থাকে সেক্ষেত্রে মেয়ের সাথে বোনকে অবশিষ্ট সম্পদের মালিকানা দেয়ার নির্দেশনা ইসলাম দিয়ে দিয়েছে। মেয়েদেরকে তাদের অংশ দেয়ার পর যে সম্পদ বাকী থাকবে সেগুলো বোনেরা পেয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ইসলামী শারীয়াহতে একটা সূত্র আছে। সেটা হল-

اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের মেয়েদের সাথে তোমাদের বোনদেরকে আসাবা (ওয়েটিং লিস্টের অন্তর্ভুক্ত) বানিয়ে নাও।

আসাবা হচ্ছে- উপরে উল্লেখিত ওয়েটিং লিস্টে থাকা লোকজন। মেরিট লিস্টের লোকদেরকে দেয়ার পর বাকী সম্পদ আসাবা-দেরকে দিয়ে দিতে হয়। ছেলেদের ব্যাপারে বিশেষ করে ভাইয়ের ব্যাপারে কিন্তু এমনটা বলা হয় নাই।

যখন একটা লোক মারা যায় তখন একজন নারী কন্যা হিসেবে সম্পদ পাচ্ছে। বোন হিসেবে মৃত বোন বা ভাইয়ের সম্পদ পাচ্ছে যদি মৃত ব্যক্তির বাবা, ছেলে কিংবা দাদা জীবিত না থাকে। স্ত্রী হিসেবে সম্পদ পাচ্ছে। সম্পদ পাচ্ছে মা হিসেবে। সম্পদ পাচ্ছে দাদী হিসেবে, বৈপিত্রেয় বোন, বৈমাত্রেয় বোন হিসেবে আবার সম্পদ পাচ্ছে মৃত ব্যক্তির ছেলের মেয়ে হিসেবে। এমন অনেক ক্ষেত্রে নারীরা সম্পদ পাচ্ছেন। তাহলে হিসাব করে দেখুন সর্বক্ষেত্রে নারীদের প্রাপ্য রেশিও কতটুকু হচ্ছে? তারা নারী হিসেবে কম পাচ্ছেন কিনা?

৭. ধরুন একজন পুরুষ বা মহিলা মারা গেল। তার মেয়ে আছে ২ জন। সাথে তার বাবা-মাও বেচে আছেন। এক্ষেত্রে লোকটার দুইজন মেয়ে সম্পূর্ণ সম্পদের ৩ ভাগের ১ ভাগ করে দুজনে ৩ ভাগের দুই ভাগ সম্পদের মালিক হবে। মৃত লোকটার মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, আবার বাবা পাবেন- ৬ ভাগের এক ভাগ।

এখানে লক্ষ্য করুন! মৃত লোকটির মা এবং দুই মেয়ে সবাই কিন্তু নারী। এখানে মৃতব্যক্তির মোট সম্পদের ৬ ভাগের মধ্যে ৫ ভাগই নারীরা পেয়ে গেলেন। মৃত ব্যক্তির বাবা পুরুষ হয়েও পাচ্ছেন ৬ ভাগের মাত্র ১ ভাগ। এখানেও দেখুন নারীরা পাচ্ছেন পুরুষের ৫ গুণ সম্পদ।

৮. ধরুন- একজন মহিলা ইন্তেকাল করেছেন। তার যদি একজন কন্যা সন্তান থাকে তাহলে সে সম্পূর্ণ সম্পদের অর্ধেক পাচ্ছে। আর মৃত ব্যক্তির যদি স্বামী বেঁচে থাকেন তিনি মৃত স্ত্রীর সম্পদের ৪ ভাগের এক ভাগ সম্পদের মালিক হচ্ছেন। এখানে কিন্তু মেয়েটি নারী হয়েও পুরুষের (মৃত ব্যক্তির স্বামী) চেয়ে ডাবল সম্পদ পাচ্ছেন।

৯. একজন মহিলা ইন্তেকাল করল। তার যদি দুজন কন্যা সন্তান জীবিত থাকে তারা সম্পূর্ণ সম্পদের ৩ ভাগের ২ ভাগ পাচ্ছে। আর মৃত ব্যক্তির যদি স্বামী বেঁচে থাকেন তিনি মৃত স্ত্রীর সম্পদের ৪ ভাগের এক ভাগ সম্পদের মালিক হচ্ছেন। বোন থাকলে বাকী সকল সম্পদ বোনেরা পেয়ে যাবেন। এখানে লক্ষণীয়- মৃত ব্যক্তির মেয়ে দুটি এবং বোনেরা নারী হয়েও পুরুষের (মৃত ব্যক্তির স্বামীর) চেয়েও বেশি কিংবা আরও সহজ ভাষায় বলতে গেলে ৪ ভাগের ৩ ভাগ সম্পদই পেয়ে যাচ্ছেন। নারী হিসেবে কিন্তু, কম পাচ্ছেন না।

সমপর্যায়ের পুরুষ কেন ডাবল পাচ্ছেন?

এখন আসি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে। সেটা হল- নারীরা কেন পুরুষের অর্ধেক সম্পদ পাবে? তাদেরকে কেন কম দেয়া হয়? কেন তাদেরকে পুরুষের সমান সম্পদ দেওয়া হয়না?

মূলতঃ নারী অধিকার নিয়ে কথা বলতে গেলে যে প্রশ্ন কিংবা কনফিউশনটি প্রথমেই মানুষের মনে সবচেয়ে বেশি উঁকি দেয় সেটা হল- এ প্রশ্নটা। এটার উত্তরে আমি আগেই বলেছি- ইসলামী শারীয়াহ উত্তরাধিকার সম্পদে কে কতটুকু পাবে সেটার রেশিও নির্ধারণ করার সময় কে নারী আর কে পুরুষ এটা দেখেনি। বরং, মৃত ব্যক্তির সাথে আত্মীয়তার দিক থেকে কে কত ঘনিষ্ঠ, মৃত ব্যক্তির সাথে প্রজন্মের দূরত্ব কতটুকু এবং উত্তরাধিকারীদের আর্থিক দায়-দায়িত্ব কতটুকু রয়েছে মোটা দাগে এ তিনটি বিষয়কে সামনে রেখেই তাদের প্রাপ্য সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করেছে। আরও সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায় এভাবে-

কিসের ভিত্তিতে উত্তরাধিকার সম্পদের রেশিও নির্ধারণ করা হয়েছে?

আগেই উল্লেখ করেছি- মূলত তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে ইসলামী শারীয়াহ উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদের রেশিও নির্ধারণ করেছে। এগুলোর ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়েছে মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে কে কতটুকু পাবে?

১. যিনি উত্তরাধিকার সম্পদের মালিক হবেন তিনি যে লোকটা মারা গেছে তার কতটুকু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়? তিনি খুব কাছের আত্মীয় নাকি একটু দূরের আত্মীয়? এটাকে কনসিডারেশনে নেওয়া হয়ে থাকে।

২. যিনি উত্তরাধিকার সম্পদের মালিক হবেন তার সাথে যিনি ইন্তেকাল করেছেন তার জেনারেশন গ্যাপ কতটুকু? সেইম জেনারেশন নাকি পরের বা আগের জেনারেশন? এটাকে কনসিডারেশনে নেওয়া হবে।

৩. আরেকটি গুরুত্ব পয়েন্ট হচ্ছে- তার উপর কতটুকু আর্থিক দায়-দায়িত্ব রয়েছে? তার খরচের খাত কতগুলো? তাকে তার পরিবারের অন্যান্য লোকদের খরচের দায়িত্ব নিতে হয় কিনা? এ ধরণের খরচের খাতগুলোও কিন্তু তাদের প্রাপ্য সম্পদের পরিমাণ কম বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে থাকে।

লক্ষ্য করুন!! একজন পুরুষ যখন উত্তরাধিকার সম্পদ পাচ্ছেন তখন ঐ পুরুষের উপর খরচের অনেকগুলো খাত রয়েছে। তার যেসব খরচের খাত রয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি

খাত হল-

১. তিনি যখন বিবাহ করবেন বিবাহের সময় তার স্ত্রীকে তিনি মোহর প্রদান করবেন। এটা ফরজ দায়িত্ব। এখানে স্ত্রী স্বেচ্ছায় মাফ না করলে তার কোন ছাড় নেই। ফলে, দেরি হলেও ঋণ হিসেবেই এটা তার কাধে রয়ে যাবে।

২. তার সন্তান-সন্ততি থাকলে তাদের যাবতীয় খরচ কিন্তু পিতাকেই বহন করতে হবে।

৩. বাসস্থান তথা বসবাসের জায়গা- জমি কিনতে হবে বা ভাড়া নিতে হবে। কেনার কিংবা ভাড়া নেয়ার জন্য যে খরচ হয় সে খরচের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব কিন্তু পিতাকেই বহন করতে হবে।

৪. পুরুষ যখন কোনো নারীকে বিবাহ করবে, তখন তার স্ত্রীর যাবতীয় খরচ তথা তার নিজের, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির খাবার-দাবারের দায়িত্বসহ সকল খরচাদি সংকুলানের দায়িত্ব পুরুষের হাতেই থাকবে। তার বাবা- মা আছে। সে পুরুষটি তার বাবা এবং মায়ের পিছনের খরচ বহন করবে। এ খরচের দায়িত্বও কিন্তু পুরুষটির। ঐ লোকটির যদি বাবা বেচে না থাকেন কিংবা তিনি উপার্জনক্ষম না থাকেন তাহলে, লোকটি তার ছোট ভাই বোনদের গার্ডিয়ানে পরিণত হবেন। এখানেও তাদের যাবতীয় খরচ খরচার দায়িত্ব তার কাধে চলে আসবে। সে জানে যে অবশ্যই তাকে এসব খরচের আঞ্জাম দিতে হবে।

অপরদিকে যখন আমাদের কোন বোন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন তখন তার স্বামী তাকে মোহর প্রদান করবেন। সে মোহরের অর্থটি কিন্তু তার মালিকানায় থেকে যাচ্ছে। এই মোহরের অর্থ তিনি কোথাও খরচ করতে বাধ্য নন। তার স্বামী যদি বলে, "আমাকে একটা টাকা দাও!" সে একটা টাকা চাওয়ার অধিকারও কিন্তু তার স্বামীর নাই এবং বোনটি তার স্বামীকে একটি টাকাও দিতে বাধ্য নন। তবে, যদি তিনি তার স্বামীকে গিফট হিসেবে কিছু দেন, যদি তিনি তাকে দান করেন কিংবা কোন কারণে সেটা তাকে স্বত্ত্ব ত্যাগ করে দিয়ে দেন সেটার কথা ভিন্ন। এগুলো তো ধর্তব্যের বিষয় না! কারণ, পৃথিবীর যে কেউ অন্য যে কাউকে গিফট করতেই পারে। যে কোনো লোককে যে কেউ দান করতে পারে। কিন্তু, স্বামী হয়ে যদি আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে গিফট চেয়ে নেন, তাতে আপনি এবং ব্যক্তিত্বহীন ছোটলোকদের মধ্যে আর কি পার্থক্য বাকী থাকল? তিনি তো আপনাকে গিফট করতে বাধ্য নন। আর গিফট চেয়ে নেয়াও ছোটলোকি কাজ কারবার!!

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আমাদের দেশের নারীদের হাতে যখন কিছু টাকা-পয়সা আসে, তারা যখন কিছুটা সম্পদের মালিক হয়, তখন অনেক স্বামীর চোখ চলে যায় তার সম্পদ ও টাকা পয়সার দিকে!! কৌশল খুজতে থাকে যে, কিভাবে তার কাছ থেকে টাকাটা হাত করা

যায়? বউয়ের হাতে টাকা- পয়সা হাতে থাকলে সে আমাকে দাম দিবেনা। ফন্দি আটে যে, যে করেই হোক ওই সম্পদ কিংবা টাকা পয়সাগুলো তার হাত থেকে নিয়ে নিতে হবে।

আপন যদি এই ক্যাটাগরির লোক হন, যদি আপনি এই কাজটা করেন, জেনে রাখেন- রাস্তায় অস্ত্র ঠেকিয়ে যারা ডাকাতি আর ছিনতাই করে তাদের সাথে কি আপনার কোন পার্থক্য আছে? আপনি কি এটার মাধ্যমে আপনার নামটাকে ডাকাত-ছিনতাইকারীদের খাতায় লিখে ফেললেন না? আপনি তো জোর করে বা কৌশলে আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা হস্তগত করতে পারেননা। এগুলো তো ডাকাত আর ছিনতাইকারীদের কাজ!! ডাকাতি-ছিনতাই করা কি আপনার জন্য মানায়? আপনার তো উচিত ছিল যে—"না, তার যে সম্পদ আছে, ঐ সম্পদ একান্ত ব্যক্তিগত তার! ঐ সম্পদ কোনো ক্রমেই আমি তার কাছে চাইতে পারি না!"

আপনি যদি আশেপাশে তাকান তাহলে দেখতে পাবেন, আপনার আশেপাশে হয়ত এরকম অনেক স্বামী নামের কলংক ডাকাত-ছিনতাইকারী টাইপের মানুষ আছে। তারা মানুষের চামড়া গায়ে দিয়ে মানুষের বেশে আছে। বাস্তবে তারা মানুষ না। বরং, মানুষ নামের কলংক। তারা তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে প্রেশার দিয়ে কিংবা বিভিন্ন কৌশল করে সম্পদ নিজেদের হস্তগত করে। বাস্তবে, একজন মানুষ কখনও নিজেকে ডাকাত-ছিনতাইকারী হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়না। বরং, সে সর্বদা চায় নিজেকে ভালো মানুষ হিসেবে সমাজে পরিচিত করাতে। কিন্তু, এগুলো করার কারণে তারা নিজেরা নিজেদের অজান্তেই নিজেদেরকে পশুদের চেয়েও নিম্নস্তরে নিয়ে যান তখন তাদেরকে আর মানুষ বলা যায় না বরং তখন তাদেরকে বলতে হবে- অ-মানুষ। আমাদেরকে সর্বাবস্থায় খেয়াল রাখতে হবে, যেন আমরা কখনো আমাদের নামটাকে অ-মানুষদের খাতায় না লেখাই!

এরপরে, ঐ মহিলাটির যখন সন্তান-সন্ততি হবে কিংবা দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত খরচ-খরচা হবে- সেসব খরচের মধ থেকে সামান্য একটা পয়সা খরচ করার দায়-দায়িত্বও ঐ মেয়েটার নাই! বাসস্থানের পিছনের খরচাদি যেমন- মাস শেষে বাসা ভাড়া দিতে হবে, জমি কিনতে হবে, বাসা-বাড়ি কিনতে হবে ইত্যাদির পিছনের খরচ সংকুলান করতে একটামাত্র পয়সা খরচ করার দায়িত্বও বোনদেরকে দেয়া হয়নি। তারা সেটা দিতে বাধ্য নন!

এবার তাহলে হিসাব করে দেখুন- একজন পুরুষের উপর যদি থাকে এতগুলো আর্থিক দায়-দায়িত্ব, যদি তার সামনে এতগুলো খরচের খাত দিয়ে দেয়া হয় আর আমাদের বোনদের সামনে যদি কোনো প্রকার খরচের খাত না থাকে, তাহলে... ইসলাম যখন পুরুষটিকে অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে তথা মোটা দাগে মাত্র চারটি অবস্থায় সমপর্যায়ের মহিলার চেয়ে ডাবল সম্পদ দেয় এবং পবিত্র কুরআনে সূত্র উল্লেখ করে দেয়া হয় যে- "একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর সমান" তখন কি নারী তথা আমাদের বোনদের উপর অবিচার করা হল? তাকে তো ইসলাম ১০০ টাকা দেয়ার পরে হাজারটা খাত ধরিয়ে দিয়েছে। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা

যায় তার সে ১০০ টাকা পাওয়ার বিপরীতে কিছুদিন পরে তার খরচের পরিমাণ দাড়াচ্ছে ১৪০% তথা ১৪০ টাকা। মানে ৪০ টাকা আরও বেশি খরচ করতে হচ্ছে তাকে। তার ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে ৪০ টাকা। যেখানে আমাদের বোনটি ৫০ টাকা পেলেও তার কোন খরচের খাত থাকছেনা। তার কাছে ৫০ টাকাই থেকে যাচ্ছে। এছাড়াও তিনি বিবাহ করলে মোহর পাচ্ছেন ফলে তার মুলধন আরও বেড়ে যাচ্ছে।

নারী-পুরুষের খরচের তুলনামূলক চার্ট

একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করা যায়।

মনে করুন- আপনি একজন লোককে ১০ লাখ টাকা দিলেন। টাকা দেওয়ার পরে আপনি তার কাছে আবশ্যিক খরচের খাত দেখিয়ে দিয়ে বললেন- এই টাকা থেকে অমুককে ৫ লাখ, অমুককে ৩ লাখ, অমুককে ৫০ হাজার, অমুককে ২০ হাজার এভাবে ৯ লাখ ৯৯ হাজার টাকা দিয়ে দাও। আবশ্যিক খরচের খাতে ৯ লাখ ৯৯ হাজার টাকা খরচের পর লোকটির হাতে থাকল মাত্র ১০০০ টাকা। অপরদিকে আরেকজনকে দিলেন ৫ লাখ টাকা। কিন্তু, তাকে কোন আবশ্যিক খরচের খাত ধরিয়ে দেননি। সম্পূর্ণ টাকাটা আপনি তার মালিকানায় দিয়ে দিলেন। ৫ লাখ বাদ দিলাম, খরচের খাত ধরিয়ে না দিয়ে যদি তাকে ১০ হাজার টাকাও দেন তবুও সেটা আগের জনের চেয়েও ১০ গুণ বেশি।

এক্ষেত্রে শুধুমাত্র যারা সুস্থ-মস্তিষ্কহীন বদ্ধ পাগল তারা বলবে- ওই লোকটাকে ১০ লাখ টাকা দিয়েছো কিন্তু, আমাকে মাত্র ৫ লাখ টাকা তথা তার অর্ধেক বা ১০ হাজার টাকা তথা ১০০ ভাগের এক ভাগ দিয়েছো কেন? কোন সুস্থ মানুষ কিন্তু একথা বলতে পারেনা। এটা কেউ বললে সবাই বলবে ওই লোকটির ব্রেনে সমস্যা আছে। দ্রুত তাকে ব্রেনের ডাক্তার দেখাতে হবে কিংবা পাগলা গারদে ভর্তি করতে হবে।

কারণ, সে শুধুমাত্র সংখ্যা ১০ লাখ বনাম ৫ লাখ কিংবা ১০ হাজার দেখেছে। তাকে যে, ১০ লাখ দিয়ে ৯ লাখ ৯৯ হাজার টাকার খরচের খাত ধরিয়ে দেয়া হয়েছে সেদিকে খেয়াল করেনি। সে খেয়াল করেনি যে, তাকে ১০ লাখ দেয়া হলেও ৯ লাখ ৯৯ হাজার টাকা খরচ করে তার হাতে থাকছে শুধুমাত্র ১ হাজার টাকা। তার তুলনায় যাকে ৫ লাখ টাকা দেয়া হল তাকে ৫০০ ডাবল দেয়া হল আর যাকে ১০ হাজার দেয়া হল তাকে ১০ ডাবল দেয়া হল।

আমার পরিচিত একজন লোক আছে। তিনি দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন। দেশে প্রতিমাসে টাকা পাঠাতেন তার বোনের কাছে। সাথে অনেকগুলো খরচের লিস্ট ধরিয়ে দিয়ে বলতেন- অমুককে এত টাকা অমুককে এত টাকা এবং অমুকের একাউন্টে এত টাকা দাও। সে সেভাবেই দিয়ে দিত। পরবর্তীতে প্রবাস জীবন অতিবাহিত করা ভাইটি তার বোনকে বলে- তোমাকে লাখ লাখ টাকা দিয়েছি। সেগুলো কোথায় গেল? নিশ্চয় তুমি আমার পাঠানো লাখ লাখ টাকা দিয়ে নিজের ব্যাংক ব্যালেন্স ভারী করেছো।

বর্তমানে এক শ্রেনীর মানুষের কথাও ঠিক তাদের মতই। তারা শুধু সংখ্যাটাই দেখে। মাথা খাটায় না। সামান্য মাথা খাটালেই বুঝতে পারত যে, কত বড় ভুল ধারণা নিয়ে তারা বসে আছে। নিজেকে মনে করে সবজান্তা!! অনেক বড় চিন্তাবিদ। অথচ, নিজের মাথা-মগজ অন্যত্র বর্গা দিয়ে এসেছে। এরা আসলে জ্ঞানপাপী। বাস্তবতা জেনেও না জানার ভান করে কিংবা সত্যকে লুকিয়ে রেখে নিজেদের ফায়দা লুটে নিতে চায়। আর সমাজে নিজেদেরকে সবজান্তা ও মহাজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত করাতে চায়।

যার মাথায় সামান্য পরিমাণে বুদ্ধি আছে, যার ভিতরে সামান্য পরিমাণ কমনসেন্স আছে, যে সামান্য পরিমাণে হলেও মাথা খাটায় সে কি এ কথা বলবে? সে কি বলবে যে, "ভাই, তুমি তো একে ১০ লাখ টাকা দিয়েছো। কিন্তু, আরেকজনকে ৫ লাখ টাকা কিংবা ১০ হাজার টাকা দিয়ে ঠকিয়েছো। তার উপর তুমি ইনসাফ করোনি। তোমার এ কাজটা করা ঠিক হয়নি"। ইসলামের উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন নীতি এমনই। সামান্য কমনসেন্স ওয়ালা ব্যক্তিমাত্রই এটার সত্যতা নিরূপণ করতে পারবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বদা আমাদেরকে আমাদের ব্রেন কাজে লাগানোর তাগাদা দিয়ে থাকেন। অন্তর দিয়ে সত্যকে বুঝার নির্দেশনা দিয়েছেন। যেকোন জিনিসের ব্যাপারে নেগেটিভ তথা নেতিবাচক মন্তব্য করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই ব্রেন খাটিয়ে বাস্তবতা বুঝার চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই আমরা ইনসাফ করতে পারব। অপরদিকে সত্যকে তালাশ করার উদ্দেশ্যে অন্তর ও ব্রেন তথা চিন্তাশক্তিকে কাজে না লাগানোর কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে পবিত্র কুরআনে তিরস্কার করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন-

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ

অর্থাৎ, তারা কি পবিত্র কুরআনুল কারীম নিয়ে চিন্তাভাবনা করেনা? নাকি তাদের অন্তরে তালা মেরে দেয়া হয়েছে? (সূরা মুহাম্মাদ- ২৪)

নিজের বিবেককে কখনো জিজ্ঞাসা করে দেখেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা কেন আমাদেরকে কমনসেন্স দিয়েছেন? বাস্তবিকই আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কমনসেন্স দিয়েছেন, আমাদেরকে চিন্তা করার শক্তি দিয়েছেন চিন্তা ভাবনা সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য। সত্য এবং মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করার জন্য। আমরা সেটা কতটুকু করছি?

এখন আসুন! আমরা পুরুষ ও নারীদের উপরের পদ্ধতিতে সম্পদ কমবেশি পাওয়ার ছয় মাস পরের বাস্তবতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আমরা উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টনের ছয়মাস পরের বাস্তবতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। এ ক্ষেত্রে আমরা থিওরিটিক্যাল চিন্তা বাদ দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণে যাব ইনশাআল্লাহ।

মনে করুন! একজন লোক ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুর সময় তার কাছে ছিল দেড় লাখ টাকা। আত্মীয়স্বজন হিসেবে তার আছে একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে। তার বাবা-মা বেচে নেই। বেচে নেই তার জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনী। এমতাবস্থায় উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন করা হল- ১ জানুয়ারী তারিখে। ছেলে সন্তান পাচ্ছে ১ লাখ টাকা এবং মেয়েটি পাচ্ছে ৫০ হাজার টাকা। ছয় মাস পর তথা ৩০ জুন তারিখে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কোন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকবে? আমরা একটা টেবিলের মাধ্যমে সেটা বুঝার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথমে নিচের টেবিলটির দিকে খেয়াল করুন।

ব্যক্তি	ছেলে	মেয়ে
সম্পদ পেল	১০০,০০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা
মোহর পেল	০.০০ টাকা	২০,০০০ টাকা
মোহর দিল	২০,০০০ টাকা	০.০০ টাকা
বাসা ভাড়া ৬ মাসে	৬০,০০০ টাকা (১০০০০*৬)	০.০০ টাকা
মাসিক খরচ ৬ মাসে	৬০,০০০ টাকা (১০০০০*৬)	০.০০ টাকা
৬ মাস পর অবশিষ্ট্য	-৪০০০০ টাকা	৭০,০০০ টাকা

১ জানুয়ারীতে ছেলেটা পাচ্ছে এক লাখ টাকা। আর মেয়েটা পাচ্ছে ৫০০০০ টাকা। এরপর মনে করুন- জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারি মাসে ছেলেটা বিয়ে করলো। বিয়ে করার সময় সে তার স্ত্রীকে মোহর হিসেবে দিল- ২০,০০০ টাকা। একটি বাসা ভাড়া করলো। বাসা ভাড়া হিসেবে প্রতি মাসে সে দিল ১০,০০০ টাকা করে। ছয় মাসে তথা জুন মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত সে বাসা ভাড়া হিসেবে খরচ করেছে ৬০,০০০ টাকা। আবার প্রতিমাসের খরচ-খরচা ১০,০০০ টাকা হিসেবে ধরে ৬ মাসে খরচ করেছে ৬০,০০০ টাকা।

তাহলে ৩০ জুন তারিখ পর্যন্ত সে খরচ করেছে- ২০,০০০ টাকা+ ৬০,০০০ টাকা+ ৬০,০০০ টাকা। সর্বসাকুল্যে খরচ দাড়ায়- ১,৪০,০০০ টাকা।

উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে সে পেয়েছিল- ১০০,০০০ টাকা। আর খরচ হল- ১,৪০,০০০ টাকা। তাহলে ঘাটতি থাকল- ৪০,০০০ টাকা। সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায়- পুরুষটির আয় ১০০,০০০ টাকা হলেও ব্যয় হয়েছে- ১,৪০,০০০ টাকা তথা ৪০ হাজার টাকা বেশি। ছেলেটির লাভ তো দুরের কথা ক্ষতির পরিমাণ ৪০ হাজার টাকা।

অপরদিকে বোনটি ৫০,০০০ টাকা পেলেও ৩০ জুন পর্যন্ত তার কোন খরচ নেই। এছাড়া ৩০ জুন পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তিনি ২০,০০০ টাকা মোহর পেয়েছেন এবং তখন তার মূল ব্যালেন্সের পরিমাণ দাড়িয়েছে ৫০,০০০+২০,০০০ টাকা। মোট ৭০,০০০ টাকা।

তুলনা করে দেখুন তো! বেশি সম্পদ পেয়েও পুরুষটির ঘাটতি রয়েছে ৪০,০০০ টাকা। অপরদিকে নারীটির মূল অবশিষ্ট্য সম্পদের পরিমাণ রয়ে গেছে ৭০,০০০ টাকা। তাহলে এখানে কে জিতল এবং কে হারল? নিজের বিবেককে প্রশ্ন করুন। উত্তর পেয়ে যাবেন খুব সহজে। চোখ বন্ধ করেই বলা যায়- মেয়েটি এখানে কম সম্পদ পেয়েও আল্টিমেটলি জিতে গেছে এবং বেশি পেয়েছে।

"তাহলে এখানে আপনাকে নিজের বিবেক দিয়ে চিন্তা করতে হবে। আপনার নিজের বিবেককে প্রশ্ন করতে হবে: ' কাকে বেশি দেওয়া হলো? ছেলেকে বেশি দেওয়া হলো, নাকি মেয়েকে বেশি দেওয়া হলো?' এটা কিন্তু আপনার কমন সেন্সের বিষয়। এখন যদি বলি- ছেলে এবং মেয়ে দুজনকেই সমান সমান দিতে হবে। তাহলে কি সেটা ইনসাফ হবে? ইনসাফ হবেনা। কেন? কারণ- তা সুবিবেচনাপ্রসূত কিংবা ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নয়। অথচ, ইসলাম যে সকল নির্দেশনা দিয়েছে, তার সবগুলোই ভারসাম্যপূর্ণ।

ইতিপূর্বে আলোচনার ভিতরে একটা কথা বলেছিলাম: রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা ছিল- মেয়েদের সাথে বোনদেরকেও ওয়েটিং লিস্টে যোগ করে দেওয়ার। আর এটা ইসলামী শারীয়াহর সূত্র হিসেবে রয়ে গেছে- 'তোমরা তোমাদের বোনদেরকে মেয়েদের সাথে আসাবা তথা বাকি অংশের অধিকারী হিসেবে ওয়েটিং লিস্টে রেখে দাও; মেয়েকে দেয়ার পর অবশিষ্ট যে সম্পদটুকু থাকবে, তা মেয়ে ও বোনদেরকে দিয়ে দাও।'

ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কাছে একজন লোক এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'একজন লোক মারা গেছে; তার একজন মেয়ে, একজন ছেলের মেয়ে (পৌত্রী) আর একজন আপন বোন আছে। এখন তাদের উত্তরাধিকার সম্পদের হিসাব নিকাশ কেমন হবে?' তখন তিনি বললেন:

أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে বিচার করেছেন, আমিও ঠিক সেভাবে এটার ফয়সালা করে দিব।' সে ফয়সালাটা হল: মৃতের যে মেয়েটা আছে, সে পাবে অর্ধেক। আর তার ছেলের মেয়ে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। আর যেহেতু তার বোন জীবিত আছে, সেহেতু বাকি যে সম্পদটুকু থাকবে, তা তার আপন বোন পেয়ে যাবে। (বুখারী- ৬৭৩৬, আবু দাউদ-২৭৯০, তিরমিজী-২০৯৩)

লক্ষ্য করুন! এখানে বোনের কথা বলা হয়েছে, ভাইয়ের কথা কিন্তু বলা হয়নি যে ভাইকে বাকী সম্পদ পাওয়ার অধিকারী হিসেবে ওয়েটিং লিস্টে রেখে দাও। এখানেও নিরীহ মানুষ হিসেবে নারীদের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুল করেননি।

মৃত্যুর আগে সন্তানদেরকে সম্পদ ভাগ করে দেয়ার নীতি

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল- উত্তরাধিকার সম্পদ প্রদান ব্যতিত অন্যান্য সম্পদ কিংবা গিফট দেয়ার দেওয়ার ক্ষেত্রে- দুইজন নারীর সমান একজন পুরুষ পাবে- এমনটি কিন্তু বলা হয়নি। বরং সেসব ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তানদের মাঝে ইনসাফ তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন।

আপনি হয়ত চাচ্ছেন বেঁচে থাকাকালীন আপনার সম্পত্তির কিছু অংশ কিংবা সবটুকু আপনার সন্তানদের মাঝে বন্টন করে দিয়ে যাবেন। এমতাবস্থায় আপনার বন্টন নীতিটা কেমন হবে? এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

এ ক্ষেত্রে আপনার বন্টন নীতি এমন হবে যে- আপনি আপনার সন্তান সন্ততিদের মধ্যে কাউকে অন্য কারও থেকে বেশী দেয়ার নীতি অবলম্বন করবেন না। ছেলেকে ১ বিঘা জমি দিলে মেয়েকেও ১ বিঘা জমি দিবেন। ছেলেকে ১ লক্ষ টাকা দিলে মেয়েকেও ১ লক্ষ টাকা দিবেন। কেননা, এটা উত্তরাধিকার সম্পদ নয়। উত্তরাধিকার সম্পদ আপনি মারা যাওয়ার পর আপনার যে সম্পদ অবশিষ্ট্য থাকে তার উপর প্রযোজ্য হবে।

এটার প্রমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

سوُّوا بين أولادكم في العطيَّةِ فلو كنتُ مفضِّلًا أحدًا لفضلتُ النساءَ

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মাঝে গিফট করার ক্ষেত্রে সমতা আনয়ন করো। আমি যদি কাউকে অন্যের উপর প্রাধান্য দেয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করতাম তাহলে আমি মহিলাদেরকে অগ্রাধিকার দিতাম। (তাবারানী: ১১৯৯৭, বায়হাক্বী: ১২৩৫৭; বায়হাকী-সুনানুস সাগীর-২২৪৪, সুবুলুস সালাম- সুনআনী- খন্ড ৫, পৃষ্ঠা- ২৩২) হাদীসটি হাসান।

উপরোক্ত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- "যদি প্রাধান্য দেয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করতাম" তার অর্থ হল- এখানে একের প্রতি অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার প্রশ্নই আসেনা।

এ মতটিকেই গ্রহণ করেছেন ইসলামিক স্কলারদের মধ্য থেকে অধিকাংশ ইসলামিক স্কলার। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- হানাফী মাজহাবের জগদ্বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার ইমাম আবু ইউসুফ, শাফেয়ী এবং মালেকী মাজহাবের ইসলামিক স্কলারগণ রহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন।

অপরদিকে কিছু কিছু ইসলামিক স্কলার জীবিত অবস্থায় বন্টনের ক্ষেত্রেও সন্তানদের মাঝে দুইজন নারীর সমান একজন পুরুষের অংশ নীতিকে বন্টন নীতিতে ন্যায়বিচার বলে অভিহিত করেছেন। এ মতের প্রবক্তা হচ্ছেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এবং হানাফী মাজহাবের ইমাম মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহ আলাইহি।

তাদের দলীল হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী-

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করছেন যে, একজন পুরুষ দুজন মহিলার সমান অংশ পাবে। (সূরা নিসা: ১১)

(বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন- আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু: আল মাবহাসুস সাদিস: আতিয়্যাতুল আওলাদ... দ্রষ্টব্য)

কিন্তু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসটির বর্ণনা থেকে প্রথমোক্ত মতটি বেশি শক্তিশালী বলে প্রতীয়মান হয় কারণ, সেখানে ডাইরেক্ট ইনসাফ তথা ন্যায়বিচার করতে বলা হয়েছে। সেখানে একজনের চেয়ে আরেকজনের অংশ বেশি হওয়ার কোন নির্দেশনার কথা সরাসরি কিংবা ইনডাইরেক্টলি বলা হয়নি।

এর আরেকটি প্রমাণ আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পাই। কু'ফার আমীর বিখ্যাত সাহাবী নূ'মান বিন বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসটিতে এসেছে-

أَعْطانِي أبِي عَطِيَّةً، فَقالَتْ عَمْرَةُ بنْتُ رَواحَةَ: لا أرْضى حتّى تُشْهِدَ رَسولَ اللَّهِ ﷺ فأتى رَسولَ اللَّهِ ﷺ، فَقالَ: إنِّي أعْطَيْتُ ابْنِي مِن عَمْرَةَ بنْتِ رَواحَةَ عَطِيَّةً، فأمَرَتْنِي أنْ أُشْهِدَكَ يا رَسولَ

اللَّهِ، قالَ: أعْطَيْتَ سائِرَ ولَدِكَ مِثْلَ هذا؟ قالَ: لا، قالَ: فاتَّقُوا اللَّهَ واعْدِلُوا بيْنَ أوْلادِكُمْ، قالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ

অর্থাৎ, তিনি বলেন আমার আব্বা আমাকে একটা গিফট দিয়েছিলেন। আমার মা উমরাহ বিনতে রাওয়াহাহ বললেন, এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষী না রাখলে আমি মানব না। তারপর তিনি আমাকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আমার স্ত্রী উমরাহ বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত এ সন্তানটিকে একটা গিফট দিয়েছি। আমার স্ত্রী উমরাহ বিনতে রাওয়াহাহ আমাকে বলেছেন আপনাকে এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এভাবে ঠিকঠাকমত দিয়েছো তো? তিনি জবাব দিলেন- না, আমি সব সন্তানকে দেইনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন- যাও। আমি কোন জুলুমের কাজে সাক্ষী হতে পারব না। তোমরা আল্লাহ তায়ালার শাস্তিকে ভয় করো এবং সন্তানদের মাঝে সমতা বিধান নিশ্চিত করো। তিনি বললেন, তারপর তিনি ফিরে গেলেন এবং আমার কাছ থেকে তার গিফট ফিরিয়ে নিলেন। (বুখারী: ২৫৮৭, মুসলিম: ১৬২৩)

অন্য একটি হাদীসে এসেছে-

اتَّقوا اللهَ، واعْدِلُوا بينَ أولادِكمْ، كما تحبونَ أن يَبَرُّوكُم

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ তায়ালার শাস্তিকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে তেমনিভাবে ন্যায়বিচার করো যেমনভাবে তাদেরকে তোমরা দেখতে চাও যে তারা তোমাদের সাথে ভালো আচরণ করুক। (জামেউস সাগীর: ১১২; হাদীসটি সহীহ)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসলাম নারী তথা আমাদের বোনদেরকে, মায়েদেরকে, স্ত্রীদেরকে ও মেয়েদেরকে যে অধিকার দিয়েছেন সেসব অধিকারকে আপনি কমন সেন্স দিয়ে একটু বুঝার চেষ্টা করুন তো!! খেয়াল করে দেখুন তো সেগুলোতে কতটা ইনসাফপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে! ভালো করে উপলব্ধি করার চেষ্টা করলে তখন কৃতজ্ঞতায় আপনার মাথা আল্লাহ তায়ালার সিজদায় অবনত হতে বাধ্য হবে।

মুসলিম বোনদের কাছে আমার উদাত্ত আহ্বান

আমাদের মুসলিম বোনদের কাছে আমার উদাত্ত আহ্বান থাকবে- আপনি একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন তো!! ইসলাম আপনার জন্য যেটুকু উত্তরাধিকার সম্পদ নির্ধারণ করে দিল এবং বিপরীতে আপনার জন্য কোন প্রকার খরচের খাত ধরিয়ে দিল না এবং পক্ষান্তরে পুরুষদেরকে যেটুকু উত্তরাধিকার সম্পদ নির্ধারণ করে দিল এবং বিপরীতে প্রচুর খরচের খাত ধরিয়ে দিল তা দেখে আপনার কি মনে হয়? ইসলাম কি সত্যিই আপনাকে ঠকিয়েছে? নাকি পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ আপনাকে দিয়েছে?

আপনি একটুখানি চিন্তা করলে আপনার কাছেই বিষয়টা ক্লিয়ারভাবে ধরা পড়বে যে, আপনাকে পুরুষের অর্ধেক দেয়া হয়নি বরং পুরুষের চেয়ে অনেক অনেক বেশি সম্পদ দেয়া হয়েছে। কারণ, আয় ব্যয় হিসাব করলে আপনি তার চেয়ে অনেক বেশি পেলেন। এটা সঠিকভাবে বুঝার চেষ্টা করলে আপনি আর জীবনে কখনো বলবেন না যে, ইসলাম আপনাক বঞ্চিত করেছে।

ইসলাম আপনাকে এমন সম্মানের আসনে বসিয়ে দিয়েছে যা জাহেলী যুগের মানুষেরা কল্পনাও করতে পারত না। জাহেলি যুগে যেখানে কন্যা সন্তান জন্ম হলে বাবা মায়েরা লজ্জায় মানুষের সামনে মুখ দেখাতে পারত না, যে সমাজে পিতা তার কলিজার টুকরা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুতে ফেলতেও দ্বিধা করত না সে সমাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সম্মানের আসনে বসিয়ে দিলেন। মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত হিসেবে ঘোষণা দিলেন। নির্দেশনা দিলেন- মায়েদের, মেয়েদের এবং স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করার। তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করলে আপনারা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অফুরন্ত সাওয়াবও লাভ করবেন। তাদেরকে নীরিহ মানুষ হিসেবে উল্লেখ করে উত্তরাধিকার সম্পদে তারা যেন অবশ্যই সম্পদ পায় সেটার নির্দেশনা পবিত্র কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করে দিলেন এবং সেসব আয়াত সারা পৃথিবীতে প্রত্যহ তিলাওয়াত করা হয়। এভাবেই সে সমাজে অপমান ও লাঞ্চনাকর পরিস্থিতি থেকে ধরে এনে ইসলাম নারীদেরকে দিয়েছে সুমহান মর্যাদার আসন।

কন্যা সন্তান জন্মের ব্যাপারটি ছিল লজ্জার

সন্তান পূত্র কিংবা কন্যা যাই হোক না কেন সকল সভ্য সমাজে সেটাকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে গিফট হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু, জাহেলী যুগের অ-সভ্য সমাজে কারো কন্যা সন্তান হলে সেটাকে উল্টাভাবে গ্রহণ করা হত!! আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে কন্যা সন্তানদের ব্যাপারে তাদের লজ্জার বিষয়টাকে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ.

অর্থাৎ, আর যখন তাদেরকে কন্যা সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেয়া হত তখন তাদের চেহারা কালো হয়ে যেত এবং দুশ্চিন্তায় দুমড়ে মুচড়ে যেত। সুসংবাদটির ফলাফল ভেবে তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থেকে মানুষ থেকে নিজেদেরকে লুকানোর চেষ্টা করত আর ভাবত- তারা একে নিয়ে কি করবে? তারা কি অপমান ও লাঞ্চনার বোঝা মাথায় নিয়ে তাকে বাচিয়ে রাখবে নাকি মাটির ভিতরে পুতে ফেলবে? ইস!! কতইনা নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত তারা নিত!! (সূরা আন নাহল: ৫৮-৫৯)

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা চক্ষুলজ্জা থেকে বাচার জন্য কন্যা সন্তানটিকে জীবন্ত কবর দিত এবং নিজেদের নামকে খুনির খাতায় তালিকাভুক্ত করে রাখত!! এগুলো করে বিবেকের দংশনে কেউ স্থির থাকতে পারার কথা না। মৃত্যু পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করতেই থাকবে। তাদের হার্ট কখনো তাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিবে না। অশান্তি তাদের সাথে লেগেই থাকবে আজীবন!!

যাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন-

وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ

অর্থাৎ, আর তখন কি হবে? যখন পুতে ফেলা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করা হবে, বলো তো!! তুমি ছোট্ট একটা নবজাতক সন্তান হয়ে তাদের কি ক্ষতি করেছিলে? তুমি কী এমন অপরাধ করেছিলে যার কারণে তোমাকে হত্যা করা হল? (সূরা তাকবীর- ৮-৯)

যে মেয়েটাকে জন্মের পরপরই তারা হত্যা করেছে, জীবিত কবর দিয়েছে। সে মেয়েটাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে- তুমি বলো তো!! তুমি ছোট্ট একটা নবজাতক সন্তান ছিলে। তুমি তাদের কি ক্ষতি করেছিলে? তুমি কী এমন অপরাধ করেছিলে যার কারণে তোমাকে হত্যা করা হল? তুমি কি কোন অপরাধ করেছিলে? তুমি কি তাদের পাকা ধানে মই দিয়েছিলে? যার কারণে তোমার বাবা, তোমার মা, তোমার আত্মীয়-স্বজন তোমাকে হত্যা করেছে। তোমাকে জীবন্ত কবর দিয়েছে। তুমি তো অপরাধ করোনি। তুমি তো ছিলে নিষ্কলুষ, নিরপরাধ। সবেমাত্র পৃথিবীতে এসেছো। আর অমনি তারা তোমাকে শেষ করে দিয়ে নিজেদেরকে খুনিতে পরিণত করল। যার মধ্যে সামান্যতম পরিমাণ বিবেকবোধ আছে সে কি এমনটা করতে পারে? নাহ! অসম্ভব।

নারী!! বোন!! ইসলাম আপনাকে এমন ন্যাক্কারজনক অবস্থা থেকে ধরে এনে সম্মানের আসনে বসিয়ে দিয়েছে। উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে ন্যায্য অংশ দিয়েছে। যা সে যুগে ছিল কল্পনাতীত। সমাজ প্রথমে মেনে নিতে চায়নি। আপত্তি জানিয়েছে। কিন্তু, ইসলাম সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করেই ছেড়েছে।

ব্রেনকে কাজে লাগান

আপনি একটু ব্রেন খাটিয়ে যাচাই করে দেখুন- ইসলামের বন্টন সিস্টেমটা কেমন? মন দিয়ে সেগুলো বুঝার চেষ্টা করুন। আশা করি, এরপর আপনার মনে আর কোন প্রকার কনফিউশন বাসা বাধবে না। ইসলামের উপর, আল্লাহ তায়ালার উপর আপনার আস্থা এবং ঈমান আরো বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ।

তাহলে এখন আপনি বলুন, আপনি কি ১০ লাখ টাকা চান যার মধ্য থেকে ৯ লাখ ৯৯ হাজার টাকা অন্যকে দিয়ে দিতে হবে এবং আপনার হাতে থাকবে মাত্র ১ হাজার টাকা নাকি ৫ লাখ টাকা চান যার মধ্যে এক টাকাও অন্য কাউকে দিতে হবেনা? উত্তর আপনার কাছেই আছে। নারীবাদীদের সমস্যা এখানেই। তাদের বক্তব্য দেখে মনে হয়- তারা আমাদের বোনদেরকে প্রলুব্ধ করতে চায় যে, তারা যেন পুরুষের মতই ১০ লাখ টাকা চায় কিন্তু, এর মধ্য থেকে ৯ লাখ ৯৯ হাজার টাকা যে অন্যকে দিয়ে দিতে হবে সেটা তারা গোপণ রাখে।

নারীবাদীদেরকে আমার একটা প্রশ্ন- আপনাদের বক্তব্য হচ্ছে- "আমরা নারীদের সমান অধিকার চাই"। অন্য কথায় বলতে গেলে- পুরুষকে যা দেয়া হয়েছে মেয়েকেও তাই দিতে হবে। তার মানে আপনাদেরকে বলতে হবে- পুরুষদেরকে ১০ লাখ টাকা দেয়া হয়েছে এবং বাধ্যতামূলকভাবে তাদেরকে সেখান থেকে ৯ লাখ ৯৯ হাজার টাকা অন্যকে দিয়ে দিতে বলা হয়েছে আপনারাও কি নিজেদের জন্য এমনই চান? নাকি ৫ লাখ টাকা চান যার মধ্য থেকে কোন টাকা অন্যকে দিতে হবে না? ৫ লাখ বাদ দিলাম ১ লাখ দিলেও তো পুরুষটির চেয়ে ১০০ ডাবল আপনি পেয়ে গেলেন। বিদ্যমান অবস্থায় মেয়েরা জিতেছে নাকি পুরুষের মত দিলে মেয়েরা জিতবে? ইনসাফের দাবি কোনটা? আপনি কি মনে করেন? এ প্রশ্নের উত্তরে হয়ত তারা লা- জাওয়াব হয়ে থাকবে।

একজন ইসলামিক স্কলারের বিস্ময়কর গবেষণা

সবশেষে একজন মুসলিম স্কলারের বক্তব্য তুলে ধরতে চাই। তিনি হচ্ছেন- ডক্টর সালাহুদ্দিন সুলতান। মিশরীয় ইসলামিক স্কলার। তিনি ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার নিয়ে বেশ কিছু লেখালেখি করেছেন। এগুলোর অংশ হিসেবে তিনি উত্তরাধিকার সম্পদে নারী-পুরুষের কমবেশি পাওয়া নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখেছেন। সে বইটার উপসংহারে এসে তিনি উত্তরাধিকার বন্টন নীতিমালার ব্যাপারে বলেছেন-

- ৩০ এর অধিক ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের সমান পায় বা পুরুষের চাইতে বেশি পায় কিংবা মহিলারা পায় কিন্তু একই পর্যায়ের পুরুষেরা পায় না।

- এর বিপরীতে মাত্র ৪ টি ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের অর্ধেক সম্পদ পায়।

তার গবেষণার চুম্বকাংশ আমার সম্মানিত পাঠক ভাই ও বোনদের জ্ঞাতার্থে এখানে শেয়ার করাটা জরুরি মনে করছি।

নারীরা কখন পুরুষের অর্ধেক পায়?

ক) মৃত ব্যক্তির ছেলের সাথে মেয়েও বেচে আছে। তখন মেয়ে ছেলের অর্ধেক সম্পদ পাবে।

১ ছেলে	১ মেয়ে	বর্ণনা
২	১	সম্পদ ৩ ভাগ করা হবে

খ) মৃত ব্যক্তির বাবা এবং মা বেচে আছে। সন্তান সন্ততি কিংবা স্বামী বা স্ত্রী বেচে নেই। তখন মা তার নির্ধারিত অংশ পাওয়ার পর বাকীটা বাবা পাবে। সেদিক থেকে বাকী অংশটি মায়ের দ্বিগুণ হয়।

মা	বাবা	বর্ণনা
১	অবশিষ্ট ২	সম্পদ ৩ ভাগ করা হবে।

গ) মৃত ব্যক্তির আপন ভাই ও বোন অথবা বৈমাত্রেয় ভাই ও বোন আছে। সেক্ষেত্রে ভাইয়েরা বোনদের দ্বিগুণ পাবে।

আপন ভাই	আপন বোন	বর্ণনা
২	১	সম্পদ ৩ ভাগ করা হবে।

অথবা

বৈমাত্রেয় ভাই	বৈমাত্রেয় বোন	বর্ণনা
২	১	সম্পদ ৩ ভাগ করা হবে।

ঘ) মৃত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী। এখানে দুইজনের যেকোন একজন মারা গেলে অপরজন পাবে।

মৃত ব্যক্তির	মৃতের সন্তান থাকলে	সন্তান না থাকলে
স্বামী	৪ ভাগের ১ ভাগ	অর্ধেক
স্ত্রী	৮ ভাগের ১ ভাগ	৪ ভাগের ১ ভাগ

নারীরা কখন পুরুষের সমান সম্পদ পায়?

১) মৃত ব্যক্তির ছেলে, বাবা ও মা বেচে আছে। এ ক্ষেত্রে বাবা ও মা সমান সমান সম্পদ পাচ্ছেন।

বাবা	মা	ছেলে	বর্ণনা
১	১	অবশিষ্ট্য ৪	সম্পদ ৬ ভাগ করা হবে

২) মৃত ব্যক্তির ২ মেয়ে, বাবা ও মা বেচে আছে। এখানেও বাবা ও মা সমান পাচ্ছেন।

বাবা	মা	২ মেয়ে	বর্ণনা
১	১	৪	সম্পদ ৬ ভাগ করা হবে

৩) একজন মহিলা মারা গেছে। বেচে আছে তার স্বামী, বাবা, মা এবং একজন মেয়ে। এমতাবস্থায় মা বাবার সমান সম্পদ পাবেন।

স্বামী	বাবা	মা	১ মেয়ে	বিবরণ
৪ ভাগের ১ ভাগ	৬ ভাগের ১ ভাগ	৬ ভাগের ১ ভাগ	অর্ধেক	-
৩	২	২	৬	১২ ভাগে ভাগ করে

এখানে মূল সম্পদের চেয়ে অংশের পরিমাণের চেয়ে উত্তরাধিকারদের অংশ বেশি হওয়ায় আওল নামক পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে। আওল হল- উপরের উদাহরণেই দেখুন! লোকটির সম্পদ রয়েছে ১২ ভাগ কিন্তু, অংশীদারদের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ ১৩ ভাগ। তখন মূল সম্পদকে ১৩ বা ২৬ বা ইত্যাদি ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ বুঝিয়ে দিতে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। এ পদ্ধতির পারিভাষিক নাম আওল।

৪) কোন কোন অবস্থায় মৃত ব্যক্তির নানী মৃত ব্যক্তির পিতার সমান সম্পদ পায়।

বাবা	নানী	ছেলে
৬ ভাগের ১ ভাগ	৬ ভাগের ১ ভাগ	বাকী সম্পদ

অথবা-

বাবা	নানী	২ মেয়ে
৬ ভাগের ১ ভাগ	৬ ভাগের ১ ভাগ	৩ ভাগের ২ ভাগ

৫. বৈপিত্রেয় (মায়ের অন্য ঘরের) ভাই ও বোন একজন নারী এবং আরেকজন পুরুষ দুজনেই সমান সমান সম্পদ পাবে। যেমন- বৈপিত্রেয় ভাই থাকলে-

স্বামী	মা	বৈপিত্রেয় ভাই
অর্ধেক সম্পত্তি	৩ ভাগের ১ ভাগ	৬ ভাগের ১ ভাগ

বৈপিত্রেয় বোন থাকলে-

স্বামী	মা	বৈপিত্রেয় বোন
অর্ধেক সম্পত্তি	৩ ভাগের ১ ভাগ	৬ ভাগের ১ ভাগ

বৈপিত্রেয় ভাই-বোন উভয়ে থাকলে

স্বামী	মা	বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন
অর্ধেক সম্পত্তি	৬ ভাগের ১ ভাগ	৩ ভাগের ১ ভাগ সমান ভাগ

৬. একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে পুরুষ এবং নারী সমান সমান অনুপাতেই পাবে। যেমন-

পিতা	ওয়েটিং লিস্টে থেকে সকল সম্পদ পাবে	মা	৩ ভাগের ১ ভাগ+ পূণর্বন্টন হিসেবে সকল সম্পদ পাবে
ছেলে	ওয়েটিং লিস্টে থেকে সকল সম্পদ পাবে	১ মেয়ে	অর্ধেক+ পূণর্বন্টন হিসেবে সকল সম্পদ পাবে
ভাই	ওয়েটিং লিস্টে থেকে সকল সম্পদ পাবে	১ বোন	অর্ধেক+ পূণর্বন্টন হিসেবে সকল সম্পদ পাবে
স্বামী	অর্ধেক+ পূণর্বন্টন হিসেবে সকল সম্পদ পাবে	স্ত্রী	৪ ভাগের ১ ভাগ+ পূণর্বন্টন হিসেবে সকল সম্পদ পাবে
মামা	যাবিল আরহাম হিসেবে সকল সম্পদ	খালা	যাবিল আরহাম হিসেবে সকল সম্পদ পাবে
চাচা	ওয়েটিং লিস্টে থেকে সকল সম্পদ পাবে	ফুফু	যাবিল আরহাম হিসেবে সকল সম্পদ পাবে

৭. স্বামী স্ত্রী ছাড়া অন্যদের উপর পূণর্বন্টন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলে ছেলে ও মেয়ে এবং ভাই ও বোন আলাদা আলাদাভাবে থাকলে সমান অংশ পাবে। যেমন- স্বামী ও ছেলে আছে।

স্বামী	ছেলে
৪ ভাগের ১ ভাগ	ওয়েটিং লিস্টে থেকে বাকী সকল সম্পদ পাবে

অথবা, স্ত্রী ও মেয়ে আছে।

স্ত্রী	মেয়ে
৮ ভাগের ১ ভাগ	অর্ধেক+ পূণর্বন্টন প্রক্রিয়ার আওতায় বাকী সকল সম্পদ পাবে

অপরদিকে ধরি- স্ত্রী ও ভাই আছে।

স্ত্রী	ভাই
৪ ভাগের ১ ভাগ	ওয়েটিং লিস্টে থেকে বাকী সকল সম্পদ পাবে

অথবা, স্ত্রী ও বোন আছে।

স্ত্রী	বোন
৪ ভাগের ১ ভাগ	অর্ধেক+ পূণর্বন্টন প্রক্রিয়ার আওতায় বাকী সকল সম্পদ পাবে

উপরের অবস্থায় ভাই এবং বোন, ছেলে এবং মেয়ে একজন নারী ও আরেকজন পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও তারা সমান সম্পদ পেয়েছে।

৮. কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাই ও বোন আলাদাভাবে থাকলে সমান সম্পদ পেতে পারে। যেমন- স্বামী ও ভাই থাকলে।

স্বামী	আপন ভাই
অর্ধেক	ওয়েটিং লিস্টে থেকে বাকী অর্ধেক সম্পদ পাবে

স্বামী ও বোন থাকলে

স্বামী	আপন বোন
অর্ধেক	অর্ধেক

স্বামী, মেয়ে ও আপন ভাই থাকলে-

স্বামী	১ মেয়ে	আপন ভাই
৪ ভাগের ১ ভাগ	অর্ধেক	ওয়েটিং লিস্ট হিসেবে বাকী অংশ

স্বামী, মেয়ে ও আপন বোন থাকলে যেভাবে বন্টন হবে-

স্বামী	১ মেয়ে	আপন বোন	বিবরণ
৪ ভাগের ১ ভাগ	অর্ধেক	ওয়েটিং লিস্ট হিসেবে বাকী অংশ	-
১	২	১	বন্টন করে

৯. বৈপিত্রেয় বোনের সাথে আপন ভাই সমান পায়। যেমন- স্বামী, মা, বৈপিত্রেয় বোন এবং আপন ভাই বেচে আছে। পুরো সম্পদকে ৬ ভাগ করলে দেখা যায় আপন ভাই কাছের আত্মীয় হয়েও কিছুটা দুরবর্তী বৈপিত্রেয় বোনের সমান সম্পদ পাচ্ছে।

স্বামী	মা	বৈপিত্রেয় বোন	আপন ভাই
অর্ধেক	৬ ভাগের ১ ভাগ	৬ ভাগের ১ ভাগ	বাকী অংশ
৩	১	১	১

সংখ্যার বিচারে যারা কখনও সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয় না

স্বামী	স্ত্রী
ছেলে	মেয়ে
পিতা	মাতা

উপরোক্ত ৩ প্রকার আত্মীয় কোন অবস্থাতেই সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবেনা। তাদের মধ্যে নারী-পুরুষ উভয় প্রকারেরই তিনজন করে রয়েছে।

অন্যান্য নিকটাত্মীয় (যাবিল আরহাম) দের অংশ

নিকটাত্মীয় স্বজনের মধ্যে এমন কিছু লোক আছেন উত্তরাধিকার সম্পদে যাদের নির্ধারিত অংশ পবিত্র কুরআন কিংবা হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি, আবার যারা ওয়েটিং লিস্টে আছেন তাদের অন্তর্ভুক্তও নন। তাদেরকে ইসলামী শারীয়াহর পরিভাষায় যাবিল আরহাম বলা হয়। উপরের দুই ক্যাটাগরির কেউ জীবিত না থাকলে তারা উত্তরাধিকার সম্পদে অংশ পাবেন। তাদেরকে কতটুকু দিতে হবে সে ব্যাপারে ইসলামিক স্কলারদের মধ্যে তিনটি মতামত রয়েছে।

১. আহলুর রিহমদের মতে- তারা কাছের আত্মীয় হোক কিংবা দুরের আত্মীয় হোক নারী-পুরুষ সমান অংশ পাবে। ধরি- মেয়ের মেয়ে, মেয়ের ছেলে, মামা এবং খালা আছে। তারা সবাই সমান সমান ভাবে সম্পদের অংশীদার হবে।

মেয়ের মেয়ে	মেয়ের ছেলে	মামা	খালা	বিবরণ
১	১	১	১	৪ ভাগ করে

এসব স্কলারদের হিসেবে এখানে নারী-পুরুষ সমান পাচ্ছেন।

২. আহলুন তানযীল স্কলারদের মতামত হচ্ছে, তাদের পূর্বপুরুষ জীবিত থাকলে যতটুকু সম্পদ পেত তাদেরকেও ততটুকু সম্পদ দিতে হবে। ধরুন- মেয়ের মেয়ে ও ভাগ্নে জীবিত আছে। তাহলে হিসাবটা এভাবে হবে-

মেয়ের মেয়ে	ভাগ্নে
অর্ধেক (মেয়ের মতই)	অবশিষ্ট্য সকল সম্পদ (বোনের মত)

এ মতের পক্ষে মতামত দিয়েছেন পরবর্তী সাম্প্রতিক সময়ের শাফেয়ী স্কলারগণ এবং হাম্বলী মাজহাবের স্কলারগণ।

৩. আহলুল ক্বারাবাহ-দের মতে, অবশিষ্ট্যদের মধ্যে শুধুমাত্র বেশী কাছের শ্রেণীর আত্মীয় যারা তাদেরকে দিতে হবে। যেমন- ধরি, কারো জীবিত আত্মীয়দের মধ্যে শুধুমাত্র মেয়ের ছেলে এবং ফুফাতো ভাই আছে। এখানে বেশি কাছের আত্মীয় হচ্ছে মেয়ের ছেলে বা নাতি। ফুফাতো ভাই আরেকটু দুরের আত্মীয়। তাই, তাদের মতে- সকল সম্পদ মেয়ের ছেলেই পাবে। এমতাবস্থায় বন্টন হবে এভাবে-

মেয়ের ছেলে	ফুফাতো ভাই
সকল সম্পদ	বঞ্চিত

এ মতের পক্ষে রয়েছেন- শাফেয়ী মাজহাবের স্কলারদের একটা অংশ, হানাফী মাজহাবের স্কলারগণ। এছাড়াও এটা হাম্বলী মাজহাবের একটা মত।

উপরোক্ত মতামতগুলো ইসলামিক স্কলারদের মতামত যা ফিকহের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত মতামতের স্বপক্ষের স্কলারগণ নারীকে পুরুষের সমান অংশ দেয়াতে কোন সমস্যা আছে বলে মনে করেন না। বিভিন্ন দেশের সরকার উপরোক্ত ইসলামিক স্কলারদের মতামতগুলোকে সামনে রেখে যেকোন মতামতকে নির্দ্বিধায় বেছে নিতে পারেন।

কখন নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি পায়?

ইসলামী উত্তরাধিকার নীতি হল- আত্মীয় স্বজন ৩ টি ক্যাটাগরির।

১. নির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত। তাদের অংশের উল্লেখ কুরআন কিংবা হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে। সবার আগে মৃতের রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে তারা তাদের প্রাপ্য সম্পদ বুঝে পাবে। এ ক্যাটাগরিতে কারা আছে তা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. আসাবা তথা ওয়েটিং লিস্টের আত্মীয়স্বজন। তারা উপরের লোকদের নেয়ার পর যা কিছু বাকী থাকবে সেগুলো পেয়ে যাবে। তারা হলেন- ছেলে, ছেলের ছেলে, বাবা, দাদা, আপন ভাই, সৎভাই এবং তাদের সন্তান-সন্ততি, আপন চাচা ও তাদের সন্তান-সন্ততি।

এ ক্যাটাগরিতে আরও কিছু আত্মীয় আছেন যারা সমপর্যায়ের অন্য আত্মীয়রা বেচে থাকলে তাদের সাথে ওয়েটিং লিস্টে আসবে। তারা হলেন- আপন ভাই জীবিত থাকলে তার সাথে আপন বোন, ছেলে জীবিত থাকলে তার সাথে মেয়ে, ছেলের ছেলে জীবিত থাকলে তার সাথে ছেলের মেয়ে, সৎভাই জীবিত থাকলে তার সাথে সৎ বোন।

এদের বাইরে আরেকটি বিশেষ ক্যাটাগরি আছে তাদেরকে অন্যদের সাথে একত্রিত করে ওয়েটিং লিস্টে নিয়ে আসার বিধান রয়েছে ইসলামী উত্তরাধিকার নীতিতে। তারা হলেন- ভাই না থেকে শুধুমাত্র আপন কিংবা সৎবোন জীবিত থাকলে মেয়ে কিংবা ছেলের মেয়ের সাথে সেই আপন কিংবা সৎ বোনকে ওয়েটিং লিস্টে রেখে অবশিষ্ট্য সম্পদ তাদেরকে দিতে হবে।

লক্ষ্য করুন- আমরা দেখেছি সবার প্রথমে যাদের অংশ কুরআন কিংবা হাদীসে উল্লেখ করা আছে তাদেরকে সম্পদ দিতে হয়। তারপর যা বাকী থাকবে তা ওয়েটিং লিস্টের লোকদেরকে দিতে হয়।

উপরের বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- নির্ধারিত অংশ পাওয়ার দিক থেকে নারীরা এগিয়ে রয়েছে। ফলে, তাদের উত্তরাধিকার সম্পদের অধিকার সবার আগে নিশ্চিত করতে হচ্ছে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যেসব অংশের উল্লেখ এসেছে

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টননীতির ব্যাপারে আলোচনার ক্ষেত্রে ৬ প্রকারের অংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সেসব অংশ কারা কারা পাবেন সেটা উল্লেখ করা হল।

২/৩	১/২	১/৩	১/৬	১/৪	১/৮
* ২ বা ততোধিক মেয়ে * ২ বা ততোধিক ছেলের মেয়ে * ২ বা ততোধিক আপন বোন * ২ বা ততোধিক সৎবোন	* ১ মেয়ে * ১ ছেলের মেয়ে * ১ আপন বোন * ১ সৎবোন * স্বামী	*মা * বৈপিত্রেয় ভাই * বৈপিত্রেয় বোন	*মা *দাদী *ছেলের মেয়ে *সৎবোন *বৈপিত্রেয় বোন * বৈপিত্রেয় ভাই * পিতা * দাদা	* স্বামী * স্ত্রী	* স্ত্রী

রেশিও পর্যবেক্ষণ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে যেসব পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায় সেগুলো হল-

* উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন নীতিমালার ক্ষেত্রে কুরআনের সবচেয়ে বড় সংখ্যা হচ্ছে- ২/৩ তথা ৩ ভাগের ২ ভাগ। কোন পুরুষই সেটা পায়না। এটা একমাত্র নারীদের জন্য নির্ধারিত।

* ১/২ তথা অর্ধেক সম্পদ একমাত্র স্বামী ছাড়া আর কোন পুরুষ পায়না। অন্য যারা পায় তারা ৪ ধরণের লোকই নারী।

* ১/৩ তথা ৩ ভাগের ১ ভাগ সম্পদ পুরুষদের মধ্যে শুধুমাত্র বৈপিত্রেয় ভাই পায়। আমরা আগেই জেনেছি বৈপিত্রেয় ভাই আর বৈপিত্রেয় বোন থাকলে উভয়েই সমান সম্পদ পায়। এর বাইরে পায় মা।

* ১/৮ পায় শুধুমাত্র স্ত্রী।

ছেলের চেয়ে কখন মেয়ে বেশি পায়

উপরের চার্ট থেকে দেখা যায়- নারীরা উপরোক্ত বিভিন্ন অংশ থেকে ১৭ জায়গায় পেলেও পুরুষ মাত্র ৬ জায়গা থেকে পাচ্ছে। ফলে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়- নারীরা অন্য পুরুষদের চেয়ে বেশী সম্পদ পাচ্ছে।

আসুন! আমরা এর কিছু উদাহরণ দেখে নিই।

১. একজন মহিলা তার স্বামী, বাবা, মা ও দুজন মেয়েকে রেখে মারা গেছে। মারা যাওয়ার সময় মহিলাটি রেখে গেছে ৬০ বিঘা জমি। দেখি এখানে মেয়ে দুটি কত বিঘা জমি পায়?

স্বামী	পিতা	মাতা	২ মেয়ে	বিবরণ
৪ ভাগের ১ ভাগ	৬ ভাগের ১ ভাগ+ ওয়েটিং লিস্ট	৬ ভাগের ১ ভাগ	৩ ভাগের ২ ভাগ	-
৩	২+০	২	৮	লসাগু করে
১২	৮	৮	৩২	আওল করে

এখানে একেকজন মেয়ে পাচ্ছে ১৬ বিঘা জমি। দুজনে মিলে পেয়েছে ৩২ বিঘা জমি।

মেয়ের জায়গায় ছেলে থাকলে ছেলে অনেক কম সম্পদ পেত। ছেলে কত পেত দেখুন-

স্বামী	পিতা	মাতা	২ ছেলে	বিবরণ
৪ ভাগের ১ ভাগ	৬ ভাগের ১ ভাগ	৬ ভাগের ১ ভাগ	ওয়েটিং লিস্ট	-
৩	২	২	৫	লসাগু করে
১৫	১০	১০	২৫	আওল করে

একজন মেয়ে ১৬ বিঘা করে পেলেও তার জায়গায় ছেলে থাকলে সে পেত মাত্র সাড়ে ১২ বিঘা জমি। তার মানে নারী এখানে বেশি পেল।

ভাইয়ের চেয়ে কখন বোন বেশি পায়

২. মনে করুন- একজন মহিলা তার স্বামী, মা ও দুজন বোনকে রেখে মারা গেল। মারা যাওয়ার সময় মহিলাটি রেখে গেছে ৪৮ বিঘা জমি। দেখি এখানে বোন দুটি কত বিঘা জমি পায়?

স্বামী	২ বোন	মা	বিবরণ
অর্ধেক	৩ ভাগের ২ ভাগ	৬ ভাগের ১ ভাগ	-
৩	৪	১	লসাগু করে
১৮	২৪	৬	আওল করে

এখানে একজন বোন পাচ্ছে ১২ বিঘা জমি। দুজনে মিলে পেয়েছে ২৪ বিঘা জমি।

২ বোনের জায়গায় ২ ভাই থাকলে ভাই অনেক কম পেত। দেখুন-

স্বামী	২ ভাই	মা	বিবরণ
অর্ধেক	ওয়েটিং লিস্ট	৬ ভাগের ১ ভাগ	-
৩	২	১	লসাগু করে
২৪	১৬	৮	সম্পদ ভাগ করে দিয়ে

এক ভাই পাচ্ছে ৮ বিঘা, দুজন মিলে ১৬ বিঘা।

একজন বোন ১২ বিঘা করে জমি পেলেও তার জায়গায় ২ ভাই থাকলে একেক ভাই পেত ৮ বিঘা করে জমি। তার মানে নারী এখানেও বেশি পেল।

৩. অর্ধেক সম্পদে নারীদেরকে অংশ নির্ধারিত করে দেয়ায় একজন মেয়ের জায়গায় একজন ছেলে থাকলে সে অনেক ক্ষেত্রে কম সম্পদ পায়। যেমন- একজন মহিলা তার স্বামী, পিতা, মাতা ও একজন মেয়েকে রেখে মারা গেল। সম্পদ রেখে গেল- ১৫৬ বিঘা জমি। এমতাবস্থায় বন্টন নীতি কেমন হবে দেখে নেই-

স্বামী	পিতা	মাতা	মেয়ে	বিবরণ
৪ ভাগের ১ ভাগ	৬ ভাগের ১ ভাগ+ ওয়েটিং লিস্ট	৬ ভাগের ১ ভাগ	অর্ধেক	-
৩	২+০	২	৬	লসাগু করে
৩৬	২৪	২৪	৭২	আওল করে

এখানে মেয়ে পাচ্ছে ৭২ বিঘা জমি। কিন্তু, মেয়ে না থেকে একজন ছেলে থাকলে সে কম সম্পদ পেত। তখনকার বন্টন এমন হত-

স্বামী	পিতা	মাতা	ছেলে	বিবরণ
৪ ভাগের ১ ভাগ	৬ ভাগের ১ ভাগ	৬ ভাগের ১ ভাগ	ওয়েটিং লিস্ট	-
৩	২	২	৫	লসাগু করে
৩৯	২৬	২৬	৬৫	আওল করে

এখানে একজন ছেলে পাচ্ছে ৬৫ বিঘা জমি। একজন মেয়ে ৭২ বিঘা করে জমি পেলেও তার জায়গায় ছেলে থাকলে সে পেত ৬৫ বিঘা জমি। তার মানে নারী এখানেও বেশি পাচ্ছে।

ছেলের চেয়ে বোন সাড়ে ৪ গুণ বেশি পাচ্ছে

৪. একজন বোনের জায়গায় দুজন ছেলে কম পাচ্ছে। ধরি, একজন নারী ইন্তেকাল করেছেন এবং রেখে গেছেন তার স্বামী, মা ও একজন বোনকে। সম্পদ রেখে গেছেন ৪৮ বিঘা। বন্টন হবে এভাবে-

স্বামী	মা	বোন	বিবরণ
অর্ধেক	৩ ভাগের ১ ভাগ	অর্ধেক	-
৩	২	৩	লসাগু করে
১৮	১২	১৮	আওল করে

এখানে বোন পাচ্ছে ১৮ বিঘা জমি।

অপরদিকে বোনের পরিবর্তে দুজন ছেলে বেচে থাকলে যেভাবে বন্টন হত-

স্বামী	মা	২ ছেলে	বিবরণ
অর্ধেক	৩ ভাগের ১ ভাগ	ওয়েটিং লিস্ট	-
৩	২	১	লসাগু করে
২৪	১৬	৮	আওল করে

এখানে একজন ছেলে পাচ্ছে ৪ বিঘা জমি। দুজনে মিলে ৮ বিঘা। অথচ, একজন বোন একাই পাচ্ছে ১৮ বিঘা জমি। হিসাব করলে দেখা যায় ছেলের চেয়ে বোন সাড়ে ৪ গুণ বেশি পাচ্ছে।

আপন ভাইয়ের চেয়েও বৈপিত্রেয় বোন বেশি পায়

ওয়েটিং লিস্টে না থেকে অংশ নির্ধারিত থাকায় অনেক সময় আপন ভাইয়ের চেয়েও বৈপিত্রেয় বোন বেশি পেতে পারে। ধরি- জমি আছে ৪৮ বিঘা। তখন যেভাবে বন্টন হবে-

স্ত্রী	মা	বৈপিত্রেয় ২ বোন	আপন ২ ভাই	বিবরণ
৪ ভাগের ১ ভাগ	৬ ভাগের ১ ভাগ	৩ ভাগের ১ ভাগ	ওয়েটিং লিস্ট	-
৩	২	৪	৩	লসাগু করে
১২	৮	১৬	১২	বন্টন করে

এখানে আপন ২ ভাই কাছের আত্মীয় হয়েও ১২ বিঘা পেল (একেকজন ৬ বিঘা করে)। অথচ, বৈপিত্রেয় ২ বোন দুরের আত্মীয় হলেও ১৬ বিঘা (একেকজন ৮ বিঘা করে) পেয়েছে। নারী এখানে মেরিট লিস্টে থাকায় সম্পদ পাওয়ার দিক থেকে ওয়েটিং লিস্টে থাকা আপন ভাইকেও ছাড়িয়ে গেছে।

নারী কখন পুরুষের ৪ ডাবল সম্পদ পায়

মাঝে মাঝে দেখা যায় নারী মৃতের কিছুটা দূরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও মৃতের কাছের আত্মীয়ের চেয়ে ৪ ডাবল সম্পদ পেতে পারে। যেমন- একজন মহিলা তার স্বামী, একজন বৈপিত্রেয় বোন ও ২ জন আপন ভাই রেখে মারা গেছে। জমি রেখে গেছে ১২ বিঘা।

স্বামী	বৈপিত্রেয় বোন	আপন ২ ভাই	বিবরণ
অর্ধেক	৩ ভাগের ১ ভাগ	ওয়েটিং লিস্ট	-
৩	২	১	লসাগু করে
৬	৪	২	বন্টন করে

উপরের উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপন ২ ভাই মিলে ২ বিঘা অর্থাৎ, প্রত্যেকে ১ বিঘা করে পাচ্ছে। পক্ষান্তরে, বৈমাত্রেয় বোন তার ৪ ডাবল সম্পদ পাচ্ছে। ওয়েটিং লিস্টে থাকায় ছেলেটি সম্পদ পাওয়ার দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে।

মা কখন বাবার চেয়ে বেশি পায়?

যখন একজন মহিলা তার স্বামী, মা এবং বাবাকে রেখে মারা যাবে তখন তাদের সম্পদ কিভাবে ভাগ করা হবে? স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় স্বামীকে সম্পদ দেয়ার পর বাকী সম্পদের ৩ ভাগের ১ ভাগ দিব নাকি সম্পূর্ণ সম্পদের ৩ ভাগের ১ ভাগ দিব এটাই ছিল মূল পয়েন্ট।

ইসলামিক স্কলারদের এ ব্যাপারে দুটি মতামত রয়েছে। তন্মধ্যে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে, সম্পূর্ণ সম্পদের ৩ ভাগের ১ ভাগ দিতে হবে। এতে বাবার চেয়ে ডাবল সম্পদ পেয়ে যান মা। স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পূর্ণ সম্পদের ৩ ভাগের ১ ভাগ মাকে দিলে-

স্বামী	মা	বাবা	বিবরণ
অর্ধেক	৩ ভাগের ১ ভাগ	ওয়েটিং লিস্ট	-
৩	২	১	লসাগু করে বন্টন

এখানে দেখা যাচ্ছে- মা বাবার চেয়ে ডাবল সম্পদ পাচ্ছেন।

অপরদিকে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে, স্বামীকে দেয়ার পর যা থাকে সেটার ৩ ভাগের ১ ভাগ মা পাবেন। এভাবে হিসাব করলে বন্টন পদ্ধতি হবে এমন-

স্বামী	মা	বাবা	বিবরণ
অর্ধেক	অবশিষ্ট সম্পদের ৩ ভাগের ১ ভাগ	ওয়েটিং লিস্ট	-
৩	১	২	লসাগু করে বন্টন

এখানে স্কলারদের দুটি মতামত থাকায় রাষ্ট্র উপরোক্ত যেকোন মতকেই রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

নারী সম্পদ পেলেও কখন সমপর্যায়ের পুরুষ পায় না?

কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় নারী সম্পদ পাচ্ছে কিন্তু, তার পরিবর্তে সমপর্যায়ের পুরুষটি বেচে থাকলে সম্পদ পেত না। যেমন- একজন মহিলা মারা গেল স্বামী, বাবা, মা, এক মেয়ে এবং ছেলের মেয়েকে রেখে। সম্পদ রেখে গেছে ১৯৫ বিঘা। তখন বন্টন পদ্ধতি হবে এমন-

স্বামী	বাবা	মা	মেয়ে	ছেলের মেয়ে
৪ ভাগের ১ ভাগ	৬ ভাগের ১ ভাগ+ ওয়েটিং লিস্ট	৬ ভাগের ১ ভাগ	অর্ধেক	৬ ভাগের ১ ভাগ
৩	২+০	২	৬	২
৩৯	২৬	২৬	৭৮	২৬

এখানে ছেলের মেয়ে পাচ্ছে ২৬ বিঘা জমি। পক্ষান্তরে, তার পরিবর্তে ছেলের ছেলে থাকলে কি হত? আসুন দেখে নিই। সে ওয়েটিং লিস্টে থাকার কারণে কিছুই পেত না। তখন বন্টন পদ্ধতি হবে এমন-

স্বামী	বাবা	মা	মেয়ে	ছেলের ছেলে
৪ ভাগের ১ ভাগ	৬ ভাগের ১ ভাগ	৬ ভাগের ১ ভাগ	অর্ধেক	ওয়েটিং লিস্ট
৩	২	২	৬	০
৬	৪	৪	১২	০

ছেলের মেয়ের অংশ নির্ধারিত থাকায় সে সম্পদ পেয়েছে। কিন্তু, ছেলের ছেলে ওয়েটিং লিস্টে থাকায় অন্যদের দেয়ার পর কোন সম্পদ বাকী না থাকায় সে বঞ্চিত হয়েছে।

বৈমাত্রেয় বোন পায় কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাই পায়না

ধরুন- একজন মহিলা মারা গেছে। তার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বেচে আছে- তার স্বামী, আপন বোন এবং বৈমাত্রেয় বোন। মহিলাটি রেখে গেছে ৮৪ বিঘা জমি। এখানে মূল সম্পদের চেয়ে হকদারদের অংশের পরিমাণ বেশি হওয়ায় আওল তথা সমন্বয় নীতি প্রযোজ্য হবে।

স্বামী	আপন বোন	বৈমাত্রেয় বোন	বিবরণ
অর্ধেক	অর্ধেক	৬ ভাগের ১ ভাগ	-
৩	৩	১	লসাগু করে
৩৬	৩৬	১২	আওল করে

বৈমাত্রেয় বোন এখানে পেল ১২ বিঘা জমি। অপরদিকে বৈমাত্রেয় বোনের পরিবর্তে বৈমাত্রেয় ভাই থাকলে কি হত? বৈমাত্রেয় ভাই ওয়েটিং লিস্টে থাকার কারণে অন্যদেরকে দেয়ার পর কিছু বাকী না থাকায় সে বঞ্চিত হত!! আসুন বন্টননীতি কেমন হত দেখে আসি।

স্বামী	আপন বোন	বৈমাত্রেয় ভাই
অর্ধেক	অর্ধেক	ওয়েটিং লিস্ট
১	১	০
৪২	৪২	০

উপরের উদাহরণে লক্ষ্য করুন- নারী মেরিট লিস্টে থাকার কারণে ১২ বিঘা জমি পেয়েছে। কিন্তু, নারীটি না থেকে যদি তার ভাই থাকত তাহলে সে কিছুই পেত না। এখানেও নারী সুবিধাজনক অবস্থানে আছে।

নানী সম্পদ পায় নানা পায়না

* কোন কোন ক্ষেত্রে নানী সম্পদ পেলেও নানা সম্পদ পায়না। যেমন- একজন লোক মারা গেল তার জীবিত ওয়ারিস আছে নানী এবং নানা। তখন বন্টন পদ্ধতি হবে এমন-

নানী	নানা
সকল সম্পদ	বঞ্চিত

সবশেষে মিশরীয় ইসলামিক স্কলার ডক্টর সালাহুদ্দিন সুলতান উপসংহারে এসে বলেছেন- উপরোক্ত বিভিন্ন কেস পর্যবেক্ষন করলে দেখা যায়-

১. ৩০ টিরও বেশী ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অথবা বেশী পাচ্ছে কিংবা নারী পেলেও সমপর্যায়ের পুরুষটি বেচে থাকলে সে সম্পদ পেতনা।

২. অপরদিকে মাত্র ৪ টি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক কারণে পুরুষেরা নারীদের দ্বিগুণ সম্পদ পায়।

(তথ্যসূত্র: মীরাসুল মারআতি ওয়া ক্বাদিয়াতুল মুসাওয়াত। ডক্টর সালাহুদ্দিন সুলতান: ১৮-৪৬ পৃষ্ঠা; নাহদাতু মিসর মূদ্রিত)

অমুসলিম স্কলারদের চোখে ইসলামী উত্তরাধিকার বন্টন সিস্টেম

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তরাধিকার বন্টন সিস্টেমের যৌক্তকতা নিয়ে। এবার আমরা দেখব পাশ্চাত্যের অমুসলিম স্কলার ও গবেষকরা ইসলামের উত্তরাধিকার বন্টন সিস্টেমকে কিভাবে দেখেন?

১। স্যার উইলিয়াম হে ম্যাকনাটেন (Sir William Hay Macnaghten):

পরিচয়: একজন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসক, কূটনীতিক ও একজন অমুসলিম। তিনি ইসলামী আইন বিশারদ ওরিয়েন্টালিস্ট তথা প্রাচ্যবিদ। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ভারতের সিভিল সার্ভিস অফিসার হিসেবে কাজ করেছেন এবং পরে আফগানিস্তানে ব্রিটিশ রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

তিনি ইসলামী উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টননীতির ব্যাপারে বলেছেন-

“In these provisions, we perceive that those who are the first objects of our affection in nature have been amply considered; and indeed, it is difficult to conceive any system more equitable and just.”

অর্থাৎ, “এ বিধানগুলোর মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাকৃতিকভাবে যাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা, দয়া-মায়া ও হৃদয়ের টান সবচেয়ে বেশি ও গভীর থাকে, তাদের প্রতি পূর্ণরূপে সুদৃষ্টি দেয়া হয়েছে। আর বাস্তবে এর চেয়ে বেশি ন্যায়সঙ্গত ও সুবিচারপূর্ণ অন্য কোনো সিস্টেম কল্পনা করাও অনেক কঠিন।” (Principles and Precedents of Moohummudan Law (1860 ed.), p. 40)

২। আলমারিক রামসে (Almaric Rumsey):

পরিচয়: একজন ব্যারিস্টার ও লন্ডন কিংস কলেজের ইন্ডিয়ান জুরিস্প্রুডেন্স অফ ল- এর সাবেক চেয়ারম্যান (১৮৭০- ১৮৮০ ইং)। তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসকদেরকে হিন্দু ও ইসলামী আইন কোর্স পড়াতেন।

তিনি ইসলামী উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টননীতির ব্যাপারে বলেছেন-

“The Muslim law of inheritance is, beyond question, the most refined and elaborate system of rules for the devolution of property that is known to the civilized world.”

অর্থাৎ, "মুসলিম উত্তরাধিকার আইন নিঃসন্দেহে সকল প্রশ্নের উর্ধ্বে। এটা সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সূক্ষ্ম ও পরিপূর্ণ একটি সিস্টেম এবং তা সভ্য জাতিগুলোর কাছে সুপরিচিত।" (The Moohummudan Law of Inheritance (According to the School of the Imaum Abu Huneefa), preface , P- 4, 1st ed.)

৩। নোয়েল জে কুলসন (Noel J. Coulson):

পরিচয়: ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের একজন সাবেক প্রফেসর এবং ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ প্রখ্যাত ব্রিটিশ স্কলার। (১৯২৮- ১৯৮৬ ইং)

তিনি ইসলামী উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টননীতির ব্যাপারে বলেছেন-

"The Islamic law of inheritance is a most highly developed part of the Muslim legal system, and has attracted the admiration of many Western scholars. Its exactness and its basis on detailed calculations are without parallel in any other legal system."

অর্থাৎ, "ইসলামী উত্তরাধিকার আইন মুসলিম লিগ্যাল সিস্টেমের সর্বাধিক পরিপক্ব ও উন্নত সিস্টেমগুলোর মধ্যে একটি। এটা বহু পশ্চিমা স্কলারের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছে। এর মত নিখুঁত নির্ভুলতা ও সূক্ষ্ম গণনাভিত্তিক কাঠামোর কাছাকাছি লিগ্যাল সিস্টেম বিশ্বের অন্য কোনো আইনি ব্যবস্থায় নেই।" (Succession in the Muslim Family. Cambridge University Press, 1971. (p. 1))

৪। কারোল এম ফুলার (Carol M. Fuller):

পরিচয়: তার পরিচয় নিয়ে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায়না। তিনি হয়ত নিভৃতচারি টাইপের কেউ হবেন। তিনি তার মাস্টার্সের থিসিসে ইসলামী উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টননীতির ব্যাপারে বলেছেন-

"Islamic inheritance law has played a formative role in shaping Muslim society, providing a structured and equitable system for wealth distribution."

অর্থাৎ, "ইসলামিক উত্তরাধিকার আইন মুসলিম সমাজ গঠনে একটি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছে, যা সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে একটি গঠনমূলক, ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি প্রদান করেছে।" (The Islamic Law of Inheritance as a Formative Agent in Muslim Society)

অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর উত্তরাধিকার নীতি: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা ইসলামে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনের নীতি ও পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছি। এখন আমরা পর্যালোচনা করব অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর উত্তরাধিকার অধিকার কেমন ছিল এবং কীভাবে তা প্রয়োগ করা হতো।

খৃষ্টান ধর্মে উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন নীতিমালা

বাইবেলভিত্তিক খৃষ্টান ধর্ম মূলত মানুষের আচার-আচরণ এবং আধ্যাত্মিক দিককে গুরুত্ব দিয়েছে। তাতে আলাদাভাবে উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন নিয়ে বিধান না থাকায় খৃষ্টান সমাজ উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন নীতিমালার ক্ষেত্রে ইহুদি ধর্মীয় নীতি ও রোমান আইনকে অনুসরণ করেছে। (ফিকহুল মাওয়ারিস, ড. মুহাম্মাদ শাহুদ, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, লেবানন, প্রথম সংস্করণ ২০০০, পৃষ্ঠা- ৮, মীরাসুল মার-আহ ফিশ শারীয়াতিল ইসলামিয়াহ ওয়াল ক্বাওয়ানিনুল মুক্বারানাহ- কায়েস আব্দুল ওয়াহহাব আল হিয়ালী, পৃষ্ঠা- ১৬)

ইহূদী ধর্মে উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন নীতিমালা

ইহূদীরা স্বভাবগতভাবেই ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করে থাকে এবং সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করে তারা সম্পদ অর্জন করার কাজে উস্তাদ। এ লক্ষ্য পুরণের জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখত এবং সর্বদা খেয়াল রাখত তাদের সম্পদ যেন পরিবার থেকে পরিবারের বাইরে অন্যদের কাছে চলে না যায়।

তাদের নীতি ও বিশ্বাস ছিল, সম্পদ অর্জন করতে অনেক কাঠখড়ি পোড়াতে হয় এবং বেশি সম্পদ অর্জন করতে পারলে সমাজে অন্যদের উপর বেশি পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করা যাবে। স্বভাবতই নারীরা যেহেতু বিয়ের পর অন্য পরিবারে চলে যাবে সেহেতু, তারা বেশি সতর্ক

থাকত এবং ভাবত তাদেরকে যদি সম্পদ দেয়া হয় তাহলে তাদের সাথে আমাদের সম্পদও অন্য পরিবারে চলে যাবে।

যেই কথা সেই কাজ। তারা সম্পদ অন্যত্র যাওয়া ঠেকাতে মৃত ব্যক্তির ছেলে, বাবা, ভাই, চাচা থাকলে মৃতের মেয়ে, মা, স্ত্রী ও বোনদেরকে সম্পদ দিত না। সব সময় ছেলেদেরকে মেয়েদের উপর প্রাধান্য দিয়ে তাদেরকে একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করত। যেভাবে খুশি তারা সে সম্পদগুলো খরচ করতে পারত। পান থেকে চুন খসলেই কাউকে বঞ্চিত করতে পারত এমনকি নিকটাত্মীয় মহিলার সম্পদ হস্তগত হওয়া ঠেকাতে বাইরের কাউকে উক্ত সম্পদ দেয়ার জন্য ওসিয়তও করতে পারত।

(তথ্যসূত্রঃ আত তারিকাতু ওয়াল মীরাস ফিল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ ইউসুফ মুসা, দারুল মারিফাহ, কায়রো, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা- ৩১, মীরাসুল মার-আহ ফিশ শারীয়াতিল ইসলামিয়াহ ওয়াল ক্বাওয়ানিনিল মুক্বারানাহ- কায়েস আব্দুল ওয়াহহাব আল হিয়ালী, পৃষ্ঠা- ১৬)

বড় ছেলে অন্য ছেলেদের দ্বিগুণ পাবে: মেয়েরা বঞ্চিত!!

ইহুদী ধর্মে উত্তরাধিকার সম্পদ পাওয়ার হকদার হচ্ছে- ছেলে, বাবা, ভাই ও চাচাগণ। বাবা মারা গেলে অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদেরকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ছেলে সন্তানরা উত্তরাধিকার সম্পদ পেয়ে যেত। বড় ছেলে অন্য ছেলেদের দ্বিগুণ পেত। অন্য ছেলেরা তার চেয়ে কম সম্পদ পেত। উদাহরণস্বরূপ, একজন লোক ১২ বিঘা জমি ও ৩ জন ছেলেকে রেখে মারা গেলে সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে ৪ জন সন্তান হিসাব করে সম্পদ বন্টন করা হত। তাদের মধ্যে বড় ছেলে পেত ৬ বিঘা আর বাকী দুজন ৩ বিঘা করে জমি পেত।

মজার ব্যাপার হল- পৃথিবীতে আগে আসার কারণে সে বেশি পেত কিন্তু, এটা দেখা হত না যে, সে বৈধ নাকি অবৈধ বিবাহের মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছে নাকি ব্যভিচারের মাধ্যমে অবৈধ সন্তান হিসেবে পৃথিবীতে এসেছে? তবে, তারা সবাই একমত হয়ে প্রত্যেকে সমানভাবে সম্পদ বন্টন করে নিতে চাইলে সে সুযোগ ছিল। ছেলে ও মেয়ে উভয়কে রেখে বাবা মারা গেলে শুধুমাত্র ছেলেরা সম্পদ পেত এবং মেয়েরা প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া কিংবা বিয়ে করা পর্যন্ত সেসব সম্পদ ভোগ করতে পারত।

ছেলে সন্তান না থাকলে সেক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সম্পদের মালিকানা চলে যেত ছেলের ছেলেদের কাছে। ছেলের ছেলে, বাবা, ভাই, চাচা ইত্যাদি আত্মীয়স্বজন বেচে না থাকলে তখনই কেবল মেয়েরা এবং তাদের সন্তানরা উত্তরাধিকার সম্পত্তি পেত। (মুক্বারানাতুল আদইয়ানঃ- (আল ইয়াহুদীয়্যাহ), ড. আহমাদ শালবী, আন নাহদা লাইব্রেরী, মিসর, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা- ২৭৫)

বিয়ের সময় শর্ত দিলেও ইহুদী ধর্ম অনুযায়ী মেয়েরা স্বামীর উত্তরাধিকার সম্পদে মালিকানা লাভ করতে পারত না। তার কোন ওয়ারিস থাকলে উপরোক্ত শর্ত অটো বাতিল হয়ে যেত। তবে, বিধবারা দৈনন্দিন জীবনযাপনের খরচ উত্তরাধিকার সম্পদ থেকেই পেতে পারে। তবে, এর বিপরীতে স্ত্রী মারা গেলে উত্তরাধিকার হিসেবে স্বামী নিজ স্ত্রীর সকল সম্পদের মালিকানা পাবে। অন্য কেউ সে সম্পদে মালিকানা লাভ করবেনা। এমনকি মহিলাটির সন্তানরা সেখান থেকে একটা কানাকড়িও পাবেনা। (আহকামুল মাওয়ারীস ফিশ শারীয়াতিল ইসলামিয়াহ, ঈসায়ী আহমাদ ঈসায়ী, দারুত তালীফ, কায়রো, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা- ৩১)

মা তার মৃত ছেলে কিংবা মেয়ের উত্তরাধিকার সম্পদে অংশ পাবেনা। কেউ কোন মা মারা গেলে প্রথমতঃ তার ছেলে মালিকানা লাভ করবে। ছেলে না থাকলে মেয়ে পাবে। ছেলে মেয়ে কেউ না থাকলে বাবা, দাদা কিংবা পরদাদা পাবে। তাদের কেউ না থাকলে দুরের আত্মীয়রা পাবে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে কয়েকটি চুম্বক পয়েন্ট পাওয়া যায়-

১. ছেলেরা উত্তরাধিকার সম্পদে মালিক হয় মেয়েরা পায়না।

২. স্বামী স্ত্রীর সম্পদে মালিক হলেও স্ত্রী স্বামীর সম্পদে মালিক হচ্ছেনা।

৩. মা মৃত ছেলে মেয়ের সম্পদে মালিক হচ্ছেনা। কিন্তু, সন্তান ঠিকই মায়ের সম্পদে মালিক হচ্ছে।

৪. বড় ছেলে পৃথিবীতে আগে আসার কারণে অন্য ছেলের ডাবল সম্পদ পাচ্ছে। সে তার বৈধ কিংবা অবৈধ যেমন সন্তানই হোক না কেন। অথচ, পৃথিবীতে অন্যদের আগে আসার পেছনে তার কোন হাত ছিল না।

রোমান সভ্যতায় উত্তরাধিকার নীতিমালা

রোমান সভ্যতায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল পরিবারের প্রধানের একচ্ছত্র আধিপত্য। তারা এমন সব আধিপত্য ও অধিকার সংরক্ষণ করত যা ছিল ইতিহাসে বিরল। ব্যক্তি ও সম্পদের উপর তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজ করত যা অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতায় রূপ নিত। পরবর্তীতে তাদের সে স্বেচ্ছাচারিতাকে বিভিন্ন শর্তের বেড়াজালে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু, পরিবার প্রধানরা এটাকে থোড়াই কেয়ার করে আগের মতই স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ প্রেক্ষাপটে আমরা দেখেছি তাদের সেসব স্বেচ্ছাচারিতার লাগাম টেনে ধরতে ল অফ টুয়েলভ টেবলস (The Law of the Twelve Tables) প্রণয়ন করা হয় এবং এর ফলে উত্তরাধিকার সম্পদ নীতিমালা মোটাদাগে দুটি ভিত্তির উপর চলমান থাকে।

১. পরিবারে সম্পত্তির পাহাড় গড়ে ফেলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং সেগুলো যেন ছিন্ন ভিন্ন না হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল রাখা। এর ফলে তারা কিছু কিছু নিকটাত্মীয়কে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- তাতে মেয়ের ছেলে, মেয়ের মেয়ে ইত্যাদি আত্মীয়দেরকে কোন সম্পদ দেয়া হত না। বরং শুধুমাত্র ছেলে, ছেলের ছেলে, বাবা, দাদা, ভাই, ভাইয়ের ছেলে ইত্যাদি পুরুষ আত্মীয়দের মধ্যেই বন্টন করা হত। কোন মা তার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সম্পদ পেলে তার মৃত্যুর পর সেসব সম্পদের মালিকানাও আবার আগের জায়গায় ফিরে যেত তার ভাই ও তাদের সন্তানদের কাছে। তার নিজের সন্তানদের মালিকানায় যেতনা। কারণ, তারা অন্য পরিবারের লোক।

২. পরিবার ও পরিবার প্রধানের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার দিকে খেয়াল রাখা। এ উদ্দেশ্যে যেসব সন্তানের উপর থেকে পিতার কর্তৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যায় তাদেরকেও তারা সম্পদ থেকে বঞ্চিত করত। (আহকামুত তারিকাত ওয়াল মাওয়ারিস ফিশ শারীয়াতিল ইসলামিয়া ওয়াল ক্বানূন-মুয়াসসাসাতু শাবাবিল জামিয়াহ, আলেক্সান্দ্রিয়া, ১৯৮১, পৃষ্ঠা- ২০)

কিসের ভিত্তিতে উত্তরাধিকার সম্পত্তি পায়?

রোমান সভ্যতায় দুটি জিনিসের ভিত্তিতে আত্মীয়স্বজন উত্তরাধিকার সম্পদে মালিকানা লাভ করে।

১. নিকটাত্মীয় স্বজন

২. দাসমুক্তি।

প্রথমতঃ নিকটাত্মীয় স্বজন: রক্ত সম্পর্কের উর্ধ্বতন ও অধস্তন এবং শাখা-প্রশাখার আত্মীয় স্বজন তথা বাবা, দাদা, ছেলে, ছেলের ছেলে, ভাই, চাচা ইত্যাদি এ শ্রেণীর আওতাভুক্ত। বৈধ বিবাহের মাধ্যমে আসা সন্তান যেমন এর অন্তর্ভুক্ত হবে ঠিক তেমনি ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম নেয়া সন্তান এবং দত্তক নেয়া সন্তানও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে, এক্ষেত্রে মহিলারা দত্তক নিলে তা গ্রহণযোগ্য হবেনা এবং তারা এর আওতাভুক্ত হবেনা। দত্তক নিতে হবে পুরুষকেই এবং তবেই সে এ শ্রেণীর আওতাভুক্ত হবে। কারণ, মহিলাদের দত্তক নেয়ার কোন অধিকার নেই। এগুলোর ভিত্তিতে তারা পুরুষটির সাথে সম্পর্কযুক্ত হিসেবে গণ্য হবে এবং তাদের বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে মালিকানা লাভ করবে। (আত তারিকাতু ওয়াল মীরাস ফিল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ ইউসুফ মুসা, দারুল মারিফাহ, কায়রো, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা- ৫৩)

দ্বিতীয়তঃ দাসমুক্তি: দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়ার কারণে তার মৃত্যুর পর মনিব তার উত্তরাধিকার সম্পদে মালিকানা লাভ করবে। মুক্ত দাসের যদি সন্তান সন্ততি না থাকে তাহলে মনিব সকল সম্পদের মালিক হবেন। মুক্ত দাসের সন্তান সন্ততি থাকলে তারা অর্ধেক সম্পত্তির মালিকানা লাভ করবে আবার কখনও যদি মুক্ত দাসের জীবিত সন্তান ৩ জনের চেয়ে কম হয় তাহলে মনিব একজন সন্তানের সমান সম্পদ পাবেন। (মাবাদিউল ক্বানূনির রুমানী- তারীখুহু ও নূযুমুহু, আব্দুল মুনয়িম বানদার, আব্দুল মুনয়িম আল বাদরায়ী, দারুল কিতাবিল আরাবী, কায়রো, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা- ১৮৭)

রোমান সভ্যতায় উত্তরাধিকার সম্পদে স্ত্রীর কোন অধিকার ছিল না। বিবাহের সময় নিজের পরিবার তাদেরকে যা দিত সেটাই তার আসল সম্পদ হিসেবে গণ্য হত। তবে, বিয়ের পর সেটার নিয়ন্ত্রণও চলে যেত তার শ্বশুড়বাড়ীর লোকদের হাতে।

রোমান আইনে সংস্কার

রোমান আইনে পরবর্তীতে বিভিন্ন রকমের সংস্কার হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- জাস্টিনিয়ান নভেল ১১৮ আইন। তাতে বলা হয়েছে-

আমরা লক্ষ্য করেছি পুরাতন আইনে এমন অনেক ধরণের নিয়মনীতি রয়েছে যা আত্মীয়স্বজনের উপর সুস্পষ্ট জুলুম হিসেবে গণ্য হয়। এর ফলে আমরা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অন্যায্য ধারাগুলোতে স্থায়ী সংস্কার আনা জরুরি বলে মনে করছি।

এরপর তাতে যেসব পরিবর্তন আনা হল সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল-

- বাবা মারা গেলে কন্যা সন্তান পুত্র সন্তানের মতই সমানভাবে উত্তরাধিকার সম্পদের মালিকানা লাভ করবে। শুধু সে একমাত্র ওয়ারিস হলে কন্যা একাই সকল সম্পদের মালিক হবে। আর যদি ছেলে এবং মেয়েকে রেখে বাবা মারা যায় তাহলে তারা উভয়েই সমান সমান ভিত্তিতে সম্পদের মালিকানা লাভ করবে। তবে, আইনটিতে ছেলে সন্তানকে পিতামাতার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। পুত্র সন্তানের কারণে পিতামাতা সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে। তবে, তারা মৃত্যু পর্যন্ত এখান থেকে উপকৃত হতে পারবে এবং ভরণপোষণ গ্রহণ করবে। তাদের মৃত্যুর পর সন্তান সন্ততিরা এগুলোর মালিকানা গ্রহণ করবে।

অপরদিকে সন্তানসন্ততি না থেকে বাবা মা থাকলে তারাই সম্পদগুলো পাবে। তবে, বাবা মায়ের সাথে ভাইবোন থাকলে তারা সবাই বাবা মায়ের সাথে সমান সমান হারে সম্পদের মালিকানা লাভ করবে।

চায়নিজ সভ্যতায় নারীর উত্তরাধিকার নীতিমালা

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতার পাশাপাশি চায়নিজ সভ্যতা পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক বড় স্থান দখল করে রেখেছে। পৃথিবীর অনেক বড় অংশের জনগণের সভ্যতা হওয়ার কারণে তা আলোচনার দাবি রাখে। চায়নিজ ধর্ম কিংবা সভ্যতা বা তাদের কৃষ্টি-কালচার মুলতঃ তিনটি সমান্তরাল দার্শনিক-ধর্মীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়। সেগুলো হল- কনফুসিয়ানিজম, তাওবাদ ও বৌদ্ধধর্ম। কনফুসিয়ানিজমের মূল ক্ষেত্র হল- নৈতিকতা। তাওবাদের মূল ক্ষেত্র- প্রকৃতি আর বৌদ্ধ ধর্মের মূল ক্ষেত্র হল- আধ্যাত্মিকতা। এ তিনটির সমন্বয়েই চীনা সমাজ ও সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটেছে বলা যায়। এগুলোকে একত্রে Three teachings হিসেবে অভিহিত করা হয়।

বক্ষমান আলোচনার সুবিধার্তে আমাদেরকে খুজে বের করতে হবে- সেসব দর্শন কিভাবে চায়নিজ সমাজে ভিত্তি গড়েছে এবং নারীদের উত্তরাধিকার সম্পদে মালিকানা প্রাপ্তির ব্যাপারে সেসব সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিমালা কি? চায়নিজ সভ্যতায় উত্তরাধিকার ব্যবস্থা মুলতঃ ধর্মীয় নির্দেশনার আলোকে নয়, বরং উপরোক্ত দার্শনিক ও প্রথাভিত্তিক নিয়মনীতি এবং আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে মূলতঃ কনফুসিয়ানিজম দর্শনের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত ছিল। বাকী দুটি দর্শনের এ ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ছিল না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- নারীদের উত্তরাধিকার সম্পদে অধিকারের ব্যাপারে সেখানে কি বলা হয়েছে? এর উত্তর খুজতে গেলে আমরা দেখি-

> Book of Rites এর Duties of Women অধ্যায়ে বলা হয়েছে-
> "Woman follows man: in her youth she follows her father; married, she follows her husband; widowed, she follows her son.

অর্থাৎ, প্রাপ্তবয়স্ক মহিলারা পুরুষকে অনুসরণ করবে। যৌবনকালে বাবা, বিবাহিত হলে স্বামী এবং বিধবা হলে তার ছেলেকে অনুসরণ করবে। তথ্যসূত্র: Legge, J. (1885). Sacred Books of the East, Vol. 28: Li Ki. Oxford, Page- 479

এখানে মহিলাদেরকে স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শনের পথকে রুদ্ধ করে দিয়ে জীবনের ৩ টা ধাপে তাদেরকে অন্য তিনজন পুরুষের বাধ্য থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এটাকে অনেকেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নামে অভিহিত করে এটাকে তার স্বাধীন সত্ত্বাকে বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে অভিহিত করতে পারেন।

নারীদের উত্তরাধিকার সম্পদে অধিকারের ব্যাপারে বলা হয়েছে-

A daughter receives no inheritance; her dowry is her portion. If the ruler bestows a settlement, she must not presume to refuse it.

অর্থাৎ, একজন কন্যা উত্তরাধিকার সম্পদে কোন অংশ পাবেনা। বিবাহের সময় তার প্রাপ্ত যৌতুক ও উপহারই শুধুমাত্র তার মালিকানাধীন সম্পদ। একজন শাসক যদি কোন নির্দেশনা দেন তাহলে তাদের সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার কোন অধিকার নেই। তথ্যসূত্র: Steele, J. (trans.), 1917. The I-Li, or Book of Etiquette and Ceremonial.

- Qing Dynasty Law - Da Qing Lü Li তে বলা হয়েছে-

A daughter does not inherit her father’s property, but she may inherit her mother’s dowry (jewelry, clothing)."

অর্থাৎ, একজন কন্যা তার পিতার সম্পত্তিতে মালিকানা পাবেনা। তবে, সে তার মায়ের যৌতুক ও উপহার তথা মায়ের গহনা ও পোশাক ইত্যাদি পেতে পারে। সূত্র: Source: Article 87, Great Qing Code (Bodde & Morris, 1967, Law in Imperial China, Harvard Press, Page- 182

উলফ মার্গারি একটি লেখায় উল্লেখ করেছেন-

The dowry was a daughter's only share of the family estate... Once married, she had little control over it as it merged into her husband’s household."

অর্থাৎ, পরিবারের সম্পদের মধ্যে শুধুমাত্র যৌতুক বা উপহারই ছিল কন্যাদের একমাত্র মালিকানা। আবার বিবাহ হয়ে গেলে এটার উপর তার খুবই কম নিয়ন্ত্রণ থাকত। কারণ, তখন এটার মালিকানা স্বামীর সম্পদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হত। **সূত্র**: Wolf, M. (1972). Women in Traditional China. Stanford Press. Page-51

চায়নিজ কিং সমাজের সামাজিক রীতি ছিল-

A widow could use her husband’s land but not sell it. Control passed entirely to her sons upon their adulthood."

অর্থাৎ, একজন বিধবা তার স্বামীর জমি ব্যবহার করতে পারতেন তবে, তা বিক্রি করতে পারতেন না। সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে এর সম্পূর্ণ মালিকানা ছেলেদের কাছে স্থানান্তরিত হত।

সূত্র: Bernhardt, K. (1999). Women and Property in China. Stanford Press. Page-47.

উল্লেখ্য, বর্তমানে আধুনিক চীনে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন করে নারী-পুরুষ উভয়ের প্রাপ্য অংশ সমান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মে নারীর উত্তরাধিকার

বৌদ্ধ ধর্মে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনের নীতিমালার ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় নির্দেশনা নেই। এটি অন্যান্য ধর্ম (ইসলাম, ইহুদী, হিন্দু) থেকে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম মৌলিক একটি পার্থক্য। বলা হয়ে থাকে বৌদ্ধ ধর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে- দুঃখ থেকে মুক্তিই কাম্য, জাগতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নয়। এ ধর্মে জীবনের প্রত্যেকটা দিক ও বিভাগের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়নি ফলে, জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিধানের ব্যাপারে সমাধানের জন্য তাদেরকে অন্যান্য তন্ত্র মন্ত্রের পেছনে ছুটতে হয়।

বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম মূলকথা হল- ধন-সম্পদ মানুষের লোভ বাড়িয়ে দেয় এবং তা মুর্খদেরকে সমুলে বিনাশ করে দেয়। এর মাধ্যমে মুর্খরা শুধু নিজেরাই ধ্বংস হয়না বরং অন্যদেরকেও ধ্বংস করে দেয়। আর এটাই মানুষের দুঃখের মূল কারণ। হয়ত এসব কারণেই বৌদ্ধ ধর্ম সম্পদের ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায়নি এবং এটাকে নিছক মানুষের মর্জির উপরে ছেড়ে দিয়েছে।

হিন্দুধর্মে নারীর উত্তরাধিকার

বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম দ্বিতীয় প্রধান ধর্ম। যখনই কোন বিষয়ে ইসলামের নীতিমালার বিষয়ে আলাপ আলোচনা করা হয় তখনই একটা বিষয় অনেকের ব্রেনে চলে আসে যে- আমরা তো এ বিষয়ে ইসলামের নীতিমালা জানলাম। অন্যান্য ধর্ম এসব ব্যাপারে কি বলেছে? বিশেষ করে আমাদের দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম হিন্দু ধর্ম হওয়ার কারণে অনেকেই বিভিন্ন ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে চান। ফলশ্রুতিতে, বক্ষমান বইতে যেহেতু নারীদের উত্তরাধিকার সম্পদে মালিকানার ব্যাপারে ইসলামের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেহেতু, অন্যান্য ধর্মের পাশাপাশি হিন্দু ধর্মের নীতিমালা আসাটাকেও জরুরী বলে মনে করছি।

কোন বিষয়ে হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই হিন্দুদের সামাজিক রীতিনীতি ও রেওয়াজ দেখে সেগুলোকে ধর্ম মনে করলে চলবেনা। বরং, নারীদের উত্তরাধিকার সম্পদে মালিকানার ব্যাপারে হিন্দু ধর্মে কি বলা হয়েছে সেগুলো জানতে হলে আমাদেরকে হিন্দু ধর্মের গ্রহণযোগ্য বইগুলোতে চোখ বুলাতে হবে।

প্রথমে আমরা উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর অধিকার নিয়ে হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরব তারপর সেগুলো নিয়ে কিছুটা সবিস্তারে আলাপ করব ইনশাআল্লাহ।

হিন্দুধর্মে মূলতঃ মৃত ব্যক্তির পুরুষ আত্মীয়গণই সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন। স্বাভাবিকভাবে নারীদেরকে সম্পদ দেয়া হয়না। নারীদেরকে উত্তরাধিকার সম্পদ পাওয়া থেকে দুরে রাখা হয়েছে। নারীরা বিবাহের সময় প্রাপ্ত যৌতুক, উপহার এবং জমি জমা ইত্যাদি যা কিছু পেয়ে থাকেন শুধুমাত্র সেটুকুরই একচ্ছত্র মালিকানা পান। এর বাইরে তারা অন্য কোন কিছু পান না। বিবাহের সময় মেয়েরা যেসব উপহার পান সেগুলোর একচ্ছত্র মালিকানা শুধুমাত্র তারই। অন্য কেউ সেগুলোতে মালিকানা দাবি করতে পারবেনা।

উত্তরাধিকারী হবে ছেলেরা, মেয়েরা নয়

পিতার সম্পদে উত্তরাধিকারী হবে শুধুমাত্র পূত্ররা, কন্যারা নয়। পুত্ররা না থাকলে তখনই কেবলমাত্র অবিবাহিতা কন্যা সম্পত্তিতে অংশ পাবে।

হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাস অনুসারে পিন্ডদান তথা শ্রাদ্ধ কর্ম সম্পাদন করার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন নীতিমালা তথা সম্পদ পাওয়া না পাওয়ার বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। পিন্ডদান করার ক্ষমতা যাদের আছে শুধুমাত্র তারাই উত্তরাধিকার সম্পদ পাবে। অন্যরা নয়। হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী- পিণ্ডদান হলো মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে অর্পিত একটি **শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান**, যার মাধ্যমে তাদের আত্মার শান্তি ও পিতৃলোকে (পূর্বপুরুষদের একটি অবস্থা, যেখানে আত্মা নতুন দেহ প্রাপ্তির আগে অপেক্ষা করে) অবস্থান নিশ্চিত করা হয়। ফলে, যারা সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে পিণ্ডদান করতে পারে তাদেরকে সম্পদপ্রাপ্তির অধিকারী হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

পিণ্ডদান তথা শ্রাদ্ধ কর্ম সম্পাদন করতে পারে নিজের ছেলে, ছেলের ছেলে, ছেলের ছেলের ছেলে। তারা কেউ জীবিত না থাকলে তখন মৃত ব্যক্তি স্ত্রী শ্রাদ্ধ-কর্ম সম্পাদন করতে পারে। পিণ্ডদান নারীরা করতে পারেনা। এজন্য স্বাভাবিক অবস্থায় উত্তরাধিকার সম্পদে মালিক হওয়া থেকে তাদেরকে দূরে রাখা হয়েছে। পূত্রহীনা বিধবাও উত্তরাধিকারী সম্পদের মালিক হতে পারেনা। (তথ্যসূত্রঃ হিন্দু আইন, শ্রী বিভূতিভূষণ মিত্র, বি এল, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৩৫ বাংলা, পৃষ্ঠা- ৮৬)

উত্তরাধিকার সম্পদে স্ত্রীর অধিকার

হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির নিজের ছেলে, ছেলের ছেলে কিংবা ছেলের ছেলের ছেলে যদি বেচে না থাকে সেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তার স্ত্রী উত্তরাধিকারী হবে। তবে, এটার পূর্ণ ও একচ্ছত্র মালিকানা তারা পাবে না। তারা শুধুমাত্র ভোগের অধিকার পাবে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এটা তাদের ভোগ দখল হিসেবে থাকবে। স্ত্রী মারা গেলে তার সম্পদ আবার সোজা ফিরে যাবে স্বামীর নিকটতম আত্মীয়স্বজনের কাছে। সম্পদ তখন চলে যাবে শ্বশুড়, দেবর, ভাসূর, স্বামীর ভাইয়ের ছেলে ইত্যাদি আত্মীয়স্বজনের মালিকানায়। স্ত্রী সেক্ষেত্রে উক্ত সম্পদ বিক্রি, দান কিংবা বন্ধক দিতে পারবে না। শুধুমাত্র ভোগের অধিকার নিয়ে কেয়ারটেকার হিসেবে থাকবে। তবে, আগে যেটা বলেছি- বিবাহের সময় উপহার হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদে তার একচ্ছত্র অধিকার থাকবে। এটাকে হিন্দু ধর্মে স্ত্রীধন হিসেবে অভিহিত করা হয়। (তথ্যসূত্রঃ হিন্দু আইন, শ্রী বিভূতিভূষণ মিত্র, বি এল, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৩৫ বাংলা, পৃষ্ঠা-৯৩)

উত্তরাধিকার সম্পদে মেয়ের অধিকার

হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির ছেলে, ছেলের ছেলে কিংবা ছেলের ছেলের ছেলে না থাকলে এবং স্ত্রী বেচে না থাকলে তখন শুধুমাত্র অবিবাহিত কন্যা সন্তান বাবার সকল সম্পদ পাবে। তার বিবাহ হয়ে গেলেও সে সেগুলো ভোগ করতে পারবে। সে মারা গেলে সম্পদ আবার আগের জায়গায় ফিরে যাবে এবং তার বাবার অন্যান্য দূরবর্তী পুরুষ আত্মীয়স্বজন এগুলোর মালিকানা পাবে। মহিলার সন্তানরা পাবেনা। কারণ, সম্পদগুলো তার কাছে শুধুমাত্র ভোগ করা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অধিনস্ত ছিল। (তথ্যসূত্রঃ হিন্দু আইন, শ্রী বিভূতিভূষণ মিত্র, বি এল, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৩৫ বাংলা, পৃষ্ঠা- ৯৫)

উল্লেখ্য যে, মহিলা কিংবা পুরুষের মধ্যে কয়েক ধরণের লোক আছে যারা মৃতের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার সম্পদে মালিকানা পায় না। তারা হল সেসব আত্মীয় যারা-

১. জন্ম থেকে অন্ধ।

২. জন্ম থেকে কানে শুনেনা।

৩. জন্ম থেকে বোবা

৪. পাগল

৫. অনারোগ্যময় কুষ্ঠরোগী।

৬. নির্বোধ ব্যক্তি, যার মধ্যে ভালো মন্দ বিচার করার মত ক্ষমতা নেই।

৭. সন্ন্যাসী।

হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী উপরোক্ত লোকদেরকে মৃত হিসেবে ধরে নিয়ে সম্পদ বন্টন করতে হবে। (তথ্যসূত্রঃ হিন্দু আইন, শ্রী বিভূতিভূষণ মিত্র, বি এল, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৩৫ বাংলা, পৃষ্ঠা- ১০৪)

নারীরা উত্তরাধিকার সম্পদে মালিক হয়না, কেয়ারটেকার হয়

উপরে আমরা দেখেছি হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাস অনুসারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীরা উত্তরাধিকার সম্পদে অংশ পায়। কিন্তু, এখানে অন্যদের থেকে একটা বড় ধরণের পার্থক্য রয়েছে। আর তাহল- নারীরা উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে যে সম্পদ পায় সেগুলোতে তারা পূর্ণ মালিকানা পায় না বরং, মৃত্যু পর্যন্ত সেগুলো থেকে ভোগ করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার অধিকার লাভ করে। তার মৃত্যুর পরে তার উত্তরাধিকারীরা সেখান থেকে সম্পদ পাবেনা বরং, সম্পদ আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে এবং আগের বারের মৃত ব্যক্তির বেচে থাকা অন্যান্য দূরবর্তী পুরুষ আত্মীয়রা মালিকানা লাভ করবে।

হিন্দু আইন গ্রন্থে বলা হয়েছে- কোন মহিলা কোন পুরুষ কিংবা মহিলার উত্তরাধীকারিণী হিসেবে স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি পেলে কিংবা সামষ্টিক সম্পত্তি থেকে কোন অংশ পেলে তিনি জীবিত থাকাকালীনই সেটা ভোগ করতে পারবেন। তার মৃত্যুর পর সম্পদের পুরুষ মালিকটির যিনি ওয়ারিস থাকবেন তিনি সম্পদ পাবেন। বিধবা স্ত্রী হোক, কন্যা হোক, মাতা হোক কিংবা দাদী যেই হোক না কেন তারা কেউই সেসব সম্পদের একচ্ছত্র মালিকানা পাবে না।

(তথ্যসূত্রঃ হিন্দু আইন, শ্রী বিভূতিভূষণ মিত্র, বি এল, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৩৫ বাংলা, পৃষ্ঠা-১০৮)

উল্লেখ্য, বর্তমানে ভারতে হিন্দু ধর্মের উত্তরাধিকার নীতিমালা আইনকে পরিত্যাগ করে নতুনভাবে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেখানে পিতার সম্পদে ছেলের মত মেয়েরও সমান অধিকারের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ফলে, নারী চাইলে তার প্রাপ্ত সম্পদ বিক্রি, দান, বন্ধক কিংবা উইলও করতে পারবে।

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে সম্পদে নারীর অধিকারঃ তুলনামূলক চিত্র

বিষয়	ইসলাম	অন্যান্য ধর্ম- সভ্যতা (হিন্দু, ইহুদী, রোমান, চায়নিজ)
মৌলিক নীতি	পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা	মানবরচিত আইন/প্রথা
নারীর মালিকানা	পূর্ণ মালিকানা	ভোগ ও শর্তযুক্ত অধিকার
কন্যার অধিকার	পিতার সম্পদে পূত্রের অর্ধেক	পুত্র থাকলে কন্যা বঞ্চিত/বিবাহিত কন্যা বঞ্চিত
স্ত্রীর অধিকার	স্বামীর সম্পদের ১/৮ বা ১/৪ অংশ	স্বামীর সম্পদে উত্তরাধিকার নেই (হিন্দু/ রোমান)
মায়ের অধিকার	সন্তানের সম্পদের ১/৬ বা ১/৩ অংশ	সন্তানের সম্পদে অধিকার নেই (ইহুদী/ চায়নিজ)
বিধবার অধিকার	সম্পত্তিতে অংশ+ ইদ্দতকালীন খরচাদি	শুধু খরচাদি (ইহুদী)/ সম্পদে অধিকার নেই(হিন্দু)
পৈত্রিক সম্পত্তি	নারী-পুরুষ উভয়ের	শুধু পুরুষের (হিন্দু ধর্মে পিন্ডদানের ক্ষমতার অজুহাত)

অন্যান্য ধর্ম-সভ্যতায় নারীর প্রতি বৈষম্য, যা ইসলামে অনুপস্থিত

ধর্ম-সভ্যতা	বৈষম্য
ইহুদী	বড় ছেলে দ্বিগুণ পায়। মেয়ে বঞ্চিত
হিন্দু	মেয়ে শুধু ভোগসত্ত্ব পায়, মালিকানা পায় না
রোমান	স্ত্রীর জন্য স্বামীর উত্তরাধিকার সম্পদে মালিকানা নেই
চায়নিজ	কন্যার জন্য শুধু যৌতুক

উত্তরাধিকার সম্পদের মালিকানায় ইসলামের যুগান্তকারী সংস্কার

১. প্রথম ধর্ম হিসেবে নারীকে সম্পত্তিতে পূর্ণ মালিকানা দিয়েছে।

২. আবশ্যিক অংশ নির্ধারণ করেছে। কেড়ে নেয়ার সুযোগ নেই।

৩. ৪ টি অবস্থায় নারী পুরুষের অর্ধেক পায়। ৩০+ অবস্থায় পুরুষের সমান, পুরুষের চেয়ে বেশি কিংবা নারী পেলেও সমপর্যায়ের পুরুষ পায়না।

৪. পুরুষের আর্থিক দায়-দায়িত্ব বেশি তাই কিছুক্ষেত্রে অংশ পায় বেশি।

৫. নারীর প্রাপ্ত সম্পদ তার পূর্ণ মালিকানাধীন। তার পিতা কিংবা স্বামী দাবি করতে পারে না।

৬. পুরো সম্পত্তিকে ১ ধরে ১/২, ১/৬, ২/৩ ইত্যাদি রেশিও উল্লেখ করা হয়েছে। সহজে বন্টনযোগ্য।

৭. প্রাপ্য ব্যক্তিদের অংশ দেয়ার পর বাকীটুকু আসাবা তথা ওয়েটিং লিস্টের লোকেরা পায়।

৮. প্রতিবন্দীরাও নির্ধারিত অংশ পায়। হিন্দু ধর্মে তাদেরকে মৃত ধরে বঞ্চিত করা হয়।

৯. স্বামীর সম্পদে মালিকানা পায়। যা অন্যান্য অনেক ধর্মে পায়না।

১০. মুসলিম নারীরা নিজেদেরকে বৈষম্যের শিকার মনে করেনা।

কেন ওরা সমান অধিকার চায়?

এখন আসুন! আমরা খুজে বের করি নারীবাদীরা কেন নারীদের সমান অধিকার চায়? এখানে তাদের দুটি প্রধান উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

১. হয়ত তারা ইসলামের উত্তরাধিকার নীতির সাথে পুরোপুরি পরিচিত না। নারীরা আসলে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে কতটুকু লাভবান হচ্ছে এ ব্যাপারে তারা ওয়াক্বিফহাল নন। ফলে, তারা না জেনে অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মত কাজ করছেন। এটা হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী।

২. আরেকটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সেটা হল- মানুষকে মিসগাইড করা। হয়ত জেনে বুঝেই ওরা উত্তরাধিকার নীতির বিরোধিতা করছে। এবং অন্যদেরকে এর বিরুদ্ধে দাড়াতে প্ররোচনা দিচ্ছে।

যদি শেষোক্তটিই তাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে বলতে হয়- আসলে কথা হচ্ছে- ওদের উদ্দেশ্য সমান অধিকার চাওয়া না। বরং, ওদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- পিনাকি ভট্টাচার্যের ভাষায় বলতে গেলে ইসলাম কোপানো। যেখানে ইসলাম সেখানেই ওদের এলার্জি। তারা ইসলামটাকে সহ্যই করতে পারেনা। যতই অসহ্য হোক না কেন, যেনে রেখো- তুমি একদিকে আর আল্লাহ তায়ালা আরেকদিকে। তুমি কি কখনো বিশ্বাস করো যে- স্রষ্টার বিপরীতে শক্তি দেখিয়ে তুমি জিতে আসতে পারবা? কখনো পারবা না। আল্লাহ তায়ালা চান তার মিশনটা পৃথিবীতে বাস্তবায়িত হবে। আর তুমি কোথাকার কোন শক্তিমান...?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন-

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ.هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ

অর্থাৎ, ওরা চায় যে ইসলাম সারা পৃথিবীকে আলোকিত করেছে সেই ইসলামকে ফু দিয়ে ছলে বলে কৌশলে নিভিয়ে ফেলতে, তারা চায় ইসলামকে চিরতরে পৃথিবী থেকে মুছে দিতে। কিন্তু, আল্লাহ তায়ালা তো প্ল্যান করেই রেখেছেন যে, তিনি ইসলামকে পূর্ণাংগ মাত্রায় পৌছে দিয়ে তার মিশনকে বাস্তবায়ন করবেন। অবিশ্বাসীরা যতই সেটাকে অপছন্দ করুক না কেন তাতে

কোন যায় আসেনা। আল্লাহ তায়ালা তো সত্য দিয়ে তার রাসূলদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সকল প্রকার সিস্টেমের উপরে তার একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে। অংশীবাদে বিশ্বাসীরা যতই সেটাকে অপছন্দ করুক না কেন তাতে কোন লাভ নেই। তারা কিছুতেই জিততে পারবেনা। (সূরা আস সাফ ৮-৯)

ওদের বুঝ শিশুদের মত

আলোচনার শেষে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করতে চাই সেটা হল- ধরুন! পাঁচ তলা বিল্ডিং-এর ছাদের উপরে কোন সীমানা প্রাচীর নেই। সেখানে ছোট্ট একটা বাচ্চা দৌড়াচ্ছে। আপনি বুঝতে পারছেন যে- অসতর্ক অবস্থায় বাচ্চাটি কিনারায় গেলে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে। এমতাবস্থায় আপনি বারবার তাকে সতর্ক করছেন এবং তার দৌড়াদৌড়িকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। বলছেন- কিনারায় যাওয়া যাবেনা। কিনারায় গেলে তুমি পড়ে যাবা ইত্যাদি। তারপরও কিনারার দিকে গেলে আপনি বারবার তাকে ধরে থামিয়ে দিচ্ছেন। এতে সে অনেক বিরক্ত হচ্ছে। বিরক্ত হয়ে মনে মনে বলছে, তুমি খুব খারাপ মানুষ!! অকারণে আমাকে বারবার ডিস্টার্ব করছো। আমাকে স্বাধীনভাবে দৌড়াতে দিচ্ছোনা কেন? কিনারায় গিয়ে অসতর্কতার কারণে পড়ে গেলে যে ফলাফল মৃত্যু সেটা তার জানা নেই কিংবা জানার মত বয়সও হয়নি। ফলে, আপনি তাকে নিয়ন্ত্রণ করার কিংবা থামিয়ে দেয়ার অর্থ হল আপনি তার শুভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু, সে বিষয়টাকে নেতিবাচকভাবে দেখছে যে, আপনি তার ভালো চান না।

আল্লাহ না করুন। বাচ্চাটা যদি দৌড়াতে দৌড়াতে অসতর্কতাবশত কিনারায় গিয়ে পড়ে যায় এবং মারাত্মকভাবে আহত হয় তখন সে উপলব্ধি করতে পারবে যে, কত বড় ভুলটাই না সে করেছে। সে তখন বুঝতে পারবে- আমার বাবা, মা, ভাই, বোন যে আমাকে থামিয়ে দিচ্ছিল সে তো অনেক ভালো কাজটাই করছিল। সে চেয়েছিল আমি যেন বিপদে না পড়ি। কিন্তু, আমি না বুঝে তাতে বিরক্ত হয়েছি এবং ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে। এই অপরিপক্ক সিদ্ধান্তের কারণে আমি আজ পঙ্গু হয়ে গেলাম। সারা জীবনের জন্য এটার প্রায়িশ্চিত্য আমাকে বহন করতে হবে। আহ!!

এদের অবস্থাও ঠিক এমনই। ওরা মনে করে ইসলাম আমাদেরকে অযথাই বিভিন্ন কন্ডিশন তথা শর্ত দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ইসলাম সর্বদা আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। অনেক ক্ষেত্রে এরা জেনেও না জানার ভান করে। জ্ঞানপাপীর ভুমিকায় আবির্ভুত হয়। এসব করেও বাস্তবে ওরা মনে কোন শান্তি পায়না। তাদের সব সময় মনে হয়- something is

missing. আমি কি যেন হারিয়ে ফেলেছি। টাকা-পয়সা, গাড়ী, বাড়ী কোন কিছুর তো আমার অভাব নেই তবুও মনের মধ্যে শান্তির দেখা মিলছেনা কেন? এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সামান্য শিক্ষা এবং কর্মফল। এদের বিষয়টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ.قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا.قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنۢ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ وَلَعَذَابُ ٱلْاٰخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ

অর্থাৎ, আর যারা আমার নির্দেশনা থেকে, আমার দেয়া ইন্সট্রাকশন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সেগুলোকে ইগ্নোর করবে তাদের দুনিয়ার জীবনটা হবে সংকীর্ণ। শান্তির দেখা মিলবেনা। আর কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে অন্ধ করে উঠাব। তারা হতবিহ্বল হয়ে বলবে- আল্লাহ!! তুমি আমাদেরকে অন্ধ করে হাশরের ময়দানে উঠিয়েছো কেন? আমাদের তো দুনিয়াতে চোখ ছিল!! আল্লাহ তায়ালা বলবেন- পৃথিবীতে তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে বিভিন্ন নির্দেশনা এসেছিল। এসেছিল বিভিন্ন বিধিবিধান। কিন্তু, তুমি জেনেও না জানার ভান করেছো, দেখেও না দেখার ভান করেছো। তুমি সেগুলোকে ইগ্নোর করেছো। ঠিক সেভাবেই আজকেও তোমাকে ইগ্নোর করা হচ্ছে। আজকে তোমার দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করা হবেনা। আর এভাবেই আমি সীমালংঘনকারী এবং আমার নির্দেশনা অমান্যকারীদেরকে দুনিয়াতে প্রতিফল দিয়ে থাকি আর আখিরাতের শাস্তি তো আরও অনেক অনেক কঠিন এবং চিরস্থায়ী। (সূরা ত্বাহা- ১২৪-১২৭)

শান্তি কে না চায়? শান্তি সবাই চাই। পাগলেও শান্তি চায়!! শান্তি চায় না এমন লোক পৃথিবীতে পাওয়া যাবেনা। যেকোন লোক শান্তিতে থাকতে চাইলে- দুনিয়াতে অবশ্যই তাদেরকে ইসলামের কাছে আসতে হবে। ইসলামের কাছে নিজেকে সারেন্ডার করতে হবে। ইসলামের ইন্সট্রাকশনকে যে যতবেশি ফলো করতে পারবে সে ততবেশি শান্তির দেখা পাবে। ইসলামকে ফলো করার মাধ্যমেই তাদের অন্তরটা শীতল ও শান্ত হবে। বুঝতে পারবে আমি আমার হারানো জিনিসটাকে ফিরে পেয়েছি। অন্যথায় শান্তির দেখা পাওয়া আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অমুসলিম ভাইবোনদের মনে অশান্তি

আমি বলি- আমাদের অমুসলিম ভাইবোনেরাও সর্বদা এ সমস্যায় ভুগে থাকেন। তাদের মনে থাকে অশান্তি। সর্বদা ভাবতে থাকেন- আমি কী যেন হারিয়েছি। মনে কেন যেন শান্তির দেখা নেই। সামথিং ইজ মিসিং। তাদের এ শান্তির দেখা পেতে হলে ইসলামের কাছে আসা ছাড়া আর কোন ঔষধ নেই। আল্লাহ তায়ালা এই হার্টটাকে ঠান্ডা করার একটামাত্র ঔষধ পবিত্র কুরআনে বলে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

অর্থাৎ, আর তাদের অন্তরগুলো প্রশান্ত হবে আল্লাহ তায়ালার স্মরণের মাধ্যমে। আর জেনে রাখো বাস্তবে, অন্তরগুলো আল্লাহ তায়ালার স্মরণের মাধ্যমেই প্রশান্ত হয়ে যায়। (সূরা রাদ- ২৮)

মনে শান্তি পেতে হলে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার যিকর তথা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করা এবং আল্লাহ তায়ালার দেয়া নির্দেশনা মেনে চলা অপরিহার্য। এটার সাথে হার্ট কানেক্টেড!! এটা ছাড়া হার্ট কখনো শান্ত হবেনা। হতে পারেনা।

অমুসলিম ভাই ও বোনকে বলব- আপনি যদি ঈমানটাকে গ্রহণ করতে পারেন, ইসলামের কাছে যদি আপনি নিজেকে সারেন্ডার করতে পারেন তাহলে দেখবেন- খুব দ্রুতই আপনি সে শান্তির দেখা পেয়ে গেছেন। আপনার অন্তরটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। কখনো মনে হবে না যে, আমার মনে রয়েছে অশান্তি। বর্তমানে ইন্টারনেট অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আপনি ইসলাম গ্রহণের আগে ইসলামের ব্যাপারে জানার চেষ্টা করুন। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কি বলেছেন সেগুলো পড়ার চেষ্টা করুন। বুঝে দেখুন। বর্তমান আর্টিফিশিয়ার ইন্টেলিজেন্স এগুলোকে আরও সহজ করে দিচ্ছে। সত্যকে খুজে বের করা খুব কঠিন কিছু না

এযুগে। এরপর আপনি নিজেই সত্যকে খুজে সেটাকে গ্রহণ করতে পারবেন আশা করি। সো, লেটস গো এহেড।

ইসলামের কাছে আসলে কখনো আপনার মন চাইবে না যে আমি নিজের জীবনটাকে নিজেই শেষ করে দেব। যারা আত্মহত্যা করে তারা মনের অশান্তির কারণেই আত্মহত্যা করে থাকে। তারা যখন দেখে তাদের জীবনটা অশান্তিতে ভরপুর। যখন সেসব অশান্তিকে বিদায় জানিয়ে মনে শান্তি আনার কোন পথ তারা খুজে পায়না তখন তারা আত্মহত্যার মত নিকৃষ্ট পথ বেছে নেয়। ফলে, জীবনটাকে ইনজয় করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই ইসলামের ইন্সট্রাকশনগুলো মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে দেখা যাবে আমাদের মনটা শান্তিতে ভরে যাবে। পৃথিবীতেও আমরা থাকব শান্তিতে এবং আখিরাতেও থাকব শান্তিতে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে আমাদেরকে সার্বক্ষনিক শান্তির সাথে রাখুন এটাই তার কাছে দুয়া।

সবশেষে আল্লাহ তায়ালার শিখিয়ে দেয়া ভাষায় আমরা বলব-

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ!! তুমি আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (সূরা বাকারাহ- ২০১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে দুয়া করি তিনি আমাদেরকে যেসব ইন্সট্রাকশন তথা নির্দেশনা দিয়েছেন সেগুলোর পিছনে যে নিগুঢ় রহস্য রয়েছে সেগুলো জানার, বুঝার এবং নিজেদের জীবনে সেগুলো বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করুন। আমীন।